



CBC 351131010090/2526

ভিবি-জি রাম জি, গ্রাম যোজনার অধীনে
গ্রামগুলিতে গ্রামীণ হাট স্থাপন করা হবে। কৃষি
এবং দক্ষতা-ভিত্তিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা
হবে। নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি করা হবে এবং
১২৫ দিনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে।

বিকশিত ভারত - রোজগার এবং আজীবিকা
মিশনের গ্যারান্টি (গ্রামীণ)ঃ ভিবি - জি রাম জি
(বিকশিত ভারত - জি রাম জি) অ্যাক্ট, ২০২৫

১২৫ দিন
নিশ্চিত মজুরি কর্মসংস্থান



হয়রানির শিকার লক্ষ লক্ষ ভোটার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ নামেও ভুল নেই। ব্যসেও নয়। আত্মীয়তার ফারাকও নির্বাচন কমিশনের নিজের নির্দেশিকা মেনেই। তবু ভোটারের নাম চাই পেয়েছে ‘সন্দেহজনক’ তালিকায়। ভুক্তভোগী ভোটারদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ‘আনম্যাপকড’ ও ‘লজিকাল ডিসক্রিপশি ইন ম্যাপিং’ সংক্রান্ত তালিকা প্রকাশে আসতেই স্পষ্ট হয়ে গেল, প্রমিটা আর বিচ্ছিন্ন ভুলের নয়, প্রমিটা গোটা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। স্বাভাবিক ভাবেই উঠছে প্রশ্ন, সব তথ্য ঠিক থাকলে, কোন যুক্তিতে এসআইআর এর শুনানিতে ডাকা হচ্ছে? এবং এই হয়রানির দায় কার? যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার সুশীল সাহুর ঘটনাই ধরা যাক। বয়স ৫৬। ইনিউমারেশন ফর্মে আত্মীয় হিসেবে নিজের ঠাকুমার নাম উল্লেখ করেছিলেন। ২০০২ সালে তার ঠাকুমার বয়স ছিল ৮৩ বছর। সেই হিসেব দরজা ২০২৫ সালে বয়স দাঁড়ায় ১০৬। অর্থাৎ ভোটার ও



তার ঠাকুমার বয়সের ফারাক ৫০ বছর। অথচ কমিশনের দাবি, এই ফারাক নাকি ৪০ বছরের কম! কোন অক্ষে এই হিসেব করা হয়, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। সহজ গণিত যেখানে নির্ভুল, সেখানে সফটওয়্যারের ‘যুক্তি’ই শেষ কথা হয়ে উঠছে। এই ছবি শুধু একটি কেন্দ্রের নয়। যাদবপুরেরই নুপুর মুখোপাধ্যায়, পায়েল মুখোপাধ্যায়ের মতো একাধিক ভোটারের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার বয়সের ফারাক সম্পূর্ণ বিধিসম্মত। তবু তাঁদের নাম রয়েছে ‘ডিএম’ তালিকায়। আবার মেদিনীপুরের বাসিন্দা সূত্রত বোরার নাম ২০০২ এবং ২০২৫, দু’টি ভোটার তালিকাতেই হুবহু একই বানানে ‘নিখিলভূত’, ‘সূত্রত বোর’। বানানেও নয়, তথ্যে নয়- কোথাও কোনও অসংগতি নেই। তবু তাকেও সন্দেহজনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিশনের তরফে আগে বলা হয়েছিল, যদি এক জনকে ছ’জন বাবা হিসেবে দেখানো হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে সন্দেহজনক ধরা হবে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যিনি চার সন্তানের পিতা, তাঁর নামও রয়েছে সেই তালিকায়। সূত্রের খবর, রাজ্যভূত্রে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ এই ‘সজিকাল ডিসক্রিপশি’-র ফাঁদে পড়েছেন। ভোটারদের অভিযোগ, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিএলওদের জানানো হলেও কোনও সদৃশ্য মিলছে না। একটা কথা শোনা যাচ্ছে, শুনানির নোটিস এলে হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু সব তথ্য ঠিক থাকলে শুনানির কাণ্ডগোয় দাঁড়ানোর প্রয়োজনটাই বা কেন? এই প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর নেই। ইহারওপরে বক্তব্য পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তুলেছে। তাঁদের কথায়, চোখে দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোথায় ভুল। কিন্তু হাতে-কলমে সংশোধনের কোনও ক্ষমতা তাঁদের নেই। সমস্যাটি নির্ভর করছে সফটওয়্যারের উপর। একাধিক ইআরও স্বীকার করছেন, এই ক্ষমতা তাঁদের হাতে থাকলে এত বিপুল সংখ্যক ভোটারকে হয়রানির মুখে পড়তে হত না, প্রশাসনিক কাজও অনেক বেশি কার্যকর হত। রাজনৈতিক মহলের অভিযোগ, এই তালিকা প্রকাশে এলে কমিশনের গলদ সামনে চলে আসবে, এই আশঙ্কাতেই প্রশ্নে তা উঠতে অনিহা ছিল। সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশে তালিকা প্রকাশে আসতেই সেই আশঙ্কাই সত্যি হল।

বিজেপির পঞ্চায়েত, লক্ষ্মীর ভান্ডার সেখানেই ‘বন্ধ’ রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ মিলছে না লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা। সরকারি প্রকল্প থেকে ‘বঞ্চিত’ পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার প্রায় সাত হাজার মহিলা। এক মাস বা দু’মাস নয়! একেবারে পাঁচ মাস। আর সেই অভিযোগের জল এবার গড়াল কলকাতা হাইকোর্টে। সম্প্রতি এই মর্মে দায়ের হয়েছিল জনস্বার্থ মামলা। যার শুনানি ছিল আজ, বৃহস্পতিবার। শুনানি পর্বেই দু’সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যে কাছে এই অভিযোগ ঘিরে রিপোর্ট তুলব করল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি, মামলার কারণে যেন টাকা বন্ধ না-থাকে, সেই নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি নেতৃস্থানীয় বেঞ্চ। এদিন শুনানিতে উপস্থিত মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী বিশ্বাল ভট্টাচার্য এজলাসে বলেন, “গত সেক্টরের মাস থেকে ময়না বিধানসভার অন্তর্গত বাগচা গ্রাম পঞ্চায়েতে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা বন্ধ হয়েছে।” প্রকল্প অনুযায়ী, রাজ্য তফসিলি জাতি-উপজাতি শ্রেণির মহিলাদের ১২০০ টাকা মাসিক ভাতা দিয়ে থাকে। অন্যায়রা পাল ১ হাজার টাকা। কিন্তু মামলাকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা এক



টাকাও পাননি। এজলাসে তাঁদের পক্ষে সওয়ালকারী জানান, “ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভাতা প্রতি মাসে উপভোক্তার কাছে পৌঁছে যায়। সবাই পেয়েছে। শুধু এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলারা পাচ্ছেন না।” এই বর্ণনার অভিযোগ নিয়ে রাজ্য সরকার যে অবগত, তা এজলাসে জানিয়েছেন সরকার পক্ষের আইনজীবী অমল সেন। এদিন তিনি বলেন, “নারী ও শিশু কল্যাণ দফতর এই টাকা দিয়ে থাকে। সেখানে কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে, অনুসন্ধানও শুরু হয়েছে। আদালতেও রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। কিন্তু একই সময় প্রয়োজন।” এরপরেই আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হাইকোর্টে লক্ষ্মীর ভান্ডার বর্ণনা সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তবে এই মামলার জন্য কোনও আবেদ প্রকল্পের টাকা এখন বন্ধ রাখা চলবে না। উল্লেখ্য, ময়নার এই ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তাপ কম নয়। হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হওয়ার আগে একাধিকবার জেলাশাসক দফতরের সামনে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ মহিলারা। চলছে প্রতিবাদও। একাংশের দাবি, গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে, তাই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। খোদ ময়নার বিধায়ক অশোক দিঙ্গা বলেছিলেন, “ছয় মাস ধরে গ্রামের পঞ্চায়েত বিজেপি জিতেছে। সেই গ্রামেই লক্ষ্মীর ভান্ডার চুকছে না।” তবে পাক্ষা শাসক শিবির এই ঘটনা থেকে রাজনীতিক শতহস্ত দূরে রাখতেই জোর দিয়েছে।

বনগাঁর অনুষ্ঠানে মিমিকে হেনস্থার ঘটনায় গ্রেপ্তার তনয় শাস্ত্রী, উত্তেজনা থানা চত্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বনগাঁ, ২৯ জানুয়ারিঃ বনগাঁয় একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে হেনস্থার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন টিউডে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। এই ঘটনায় অভিযুক্ত এবং ওই অনুষ্ঠানের আয়োজক তম্র শস্ত্রীকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। তবে তনয়কে পুলিশ আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময়েই থানায় হাজির হন তার অনুগামীরা। থানায় চত্বরেই প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার বনগাঁর নয়গোপালগঞ্জ এলাকায় যুবক সাংঘর্ষ পরিত্যক্তায়া একটি বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। অভিযোগ, অনুষ্ঠান চলাকালীন ক্লাবের এক কর্মকর্তা তম্র শস্ত্রী আমকই মঞ্চে উঠে পড়েন। তিনি মিমির পরিবেশনায় বাধা দেন এবং তাঁকে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলেন। এই ঘটনায় মিমিকে অপমানিত ও হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন অভিনেত্রী। অন্য দিকে, অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের দাবি ছিল অভিনেত্রী নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে পৌঁছেছিলেন। উদ্যোক্তাদের দাবি ছিল, মিমি চক্রবর্তীর এই অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল রাত সাড়ে ১০টায়। তিনি এসে পৌঁছান রাত পৌনে ১২টায়। সামনে স্কুলের পরীক্ষা থাকায় মইক বাড়িয়ে এই অনুষ্ঠান রাত ১২টার মধ্যে শেষ করে দেওয়ার নির্দেশ ছিল ফলে, মিনিট ১৫ পরে প্রশানলের নির্দেশ মেনে অনুষ্ঠান শেষ করতে বাধ্য হন তিনি। পুলিশের দাবি, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও কোনও বড় ধরনের অগ্নিক্রিয় ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার বিবরণিত তদন্ত চাচ্ছে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়গোপালগঞ্জ এলাকায় রাত্রি উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকার অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

‘বিভাগীয় কার্যক্রম বন্ধ করা যায় কিনা তার অনুমতি চেয়েছি মাত্র’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ দুই ইআরও দুই এইআরও-কে সাসপেন্ডের ঘটনায় নির্বাচন কমিশনকে উত্তর দিল রাজ্য। সূত্রের খবর, সেই চিঠিতে বলা হয়েছে আমরা বিভাগীয় কার্যক্রম বন্ধ করিনি। বন্ধ করা যায় কিনা তার অনুমতি চেয়েছি মাত্র। রাজ্যের ভোটার তালিকায় অবৈধ ভাবে নাম তোলা-সহ একাধিক অনিয়মের অভিযোগে চার আধিকারিক এবং এক কর্মীর বিরুদ্ধে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথ্য ডিউও-কে এফআইআর করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সেই প্রেক্ষিতে এর আগে নবান্ন কমিশনকে রিপোর্ট পাঠিয়ে বলেছিল, আপাতত তারা চারজন অফিসারকে সাসপেন্ড করছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। এফআইআর যদি করতেই হয় তার জন্য আরেকটু সময় দেওয়া হোক। কিন্তু কয়েকমাস কেটে গেলেও নবান্ন এফআইআর করেনি। কিন্তু কমিশন নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। এরপর সম্প্রতি ওই আধিকারিক ও কর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে কমিশনের কাছে নবান্ন আবারও আর্জি জানিয়ে বলে, তাঁদের ‘লঘু পাশে গুরু দণ্ড’ যেন না দেওয়া হয়। তবে দেখা গেল, এই আর্জির পরই ফের কড়া চিঠি পাঠায় নির্বাচন কমিশন। মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে

৪ আধিকারিককে নিয়ে ব্যাখ্যা নবান্নর



চিঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশনের দফতরের সচিব সেই সময় কমিশনের নির্দেশ কেন মানা হয়নি, এর জন্য কোন দফতর দায়ী, এই সবকিছু বিস্তারিতভাবে জানানোর নির্দেশ দেয়। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়, ৫ আগস্ট ২০২৫-এর পাঠানো চিঠিতে সংশ্লিষ্ট

ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (এইআরও) বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওই নির্দেশে সাসপেনশন, উপযুক্ত বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা এবং দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগে

এফআইআর দায়ের করার কথা বলা হয়। নির্দেশে চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়। এর পর ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে রাজ্যের তরফে পাঠানো একটি চিঠিতে নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়, বারইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের এইআরও তথাগত মণ্ডল এই মামলায় অব্যাহতি পেয়েছেন। পাশাপাশি, ময়না বিধানসভা কেন্দ্রের এইআরও সুদীপ্ত দাসের বিরুদ্ধে শুধু সামান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখানেই আপত্তি তোলে কমিশন। নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়, কমিশনের সুপারিশে শুরু হওয়া কোনও শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া বন্ধ করা বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বাধ্যতামূলক পরামর্শ করতে হয়। এই পরামর্শ ছাড়া কোনও সিদ্ধান্ত বৈধ বলে গণ্য হয় না। বৃহস্পতিবার সেই চিঠিরই উত্তর দিয়ে নবান্নর তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, রাজ্য কোনও রকম বিভাগীয় কার্যক্রম বন্ধই করেনি। শুধু এটুকু অনুমতি চাওয়া হয়েছে যে ওই কার্যক্রম বন্ধ করা যায় কিনা। মোট কথা সব মিলিয়ে ওই চার আধিকারিককে নিয়েই এখন কমিশন ও নবান্নের মধ্যে চিঠি চালাচালি চলছে।

‘রাজধর্ম পালন করেননি মুখ্যমন্ত্রী, যা হয়েছে তার দায় পুলিশেরও’, আনন্দপুর কাণ্ডে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারিঃ আনন্দপুরের নাজিরাবাদের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর তদন্ত ও উদ্ধারকাজে বিঘ্ন এড়াতে এবং এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। নাজিরাবাদ এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবারই ওই এলাকায় হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে মিছিল করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর আনন্দপুরের ঘটনা প্রসঙ্গে ফের কড়া নিন্দা করেছেন রাজ্য সরকারের। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর ঘটনাস্থলে গেছিলেন সুজিত বসু, অরুণ বিশ্বাস থেকে মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আনন্দপুরে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। এই বিষয়টিকে সামনে এনে সমালোচনা করেন শুভেন্দু অধিকারী। তার কথায়, “ঘটনাস্থল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ১০ কিলোমিটারের মধ্যে। তবুও তিনি আসেননি। আসলে মমতা রাজধর্ম পালন করেননি। কারণ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা হয় তাঁর ভোটব্যাচ নয় অথবা বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়।” পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সন্দেহবিস্তৃত ভঙ্গিমায় কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা। স্পষ্ট বলেছেন- যা হয়েছে তার জন্য পুলিশও দায়ী। কেন অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিক থাকেন না, কেন পর্যাণ্ড ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা দায় তাদের নিতেই হবে। আর ১৬৩ ধারা প্রসঙ্গে শুভেন্দুর অভিযোগ, তাঁকে আটকানোর জন্যই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে যাতে সত্যিটা সামনে না আসে। এদিকে দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে আগুন লাগার কারণও জানা গেছে। এর আগে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মোমোর গুদাম। ধৃত

ডেকরেটর্সের মালিক গঙ্গাধর দাস দাবি করছিলেন, আগুন মোমোর গুদাম থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে ফরেনসিক ও দমকলের প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা গেছে, প্রকৃত আগুনের উৎস ছিল ডেকরেটর্সের গুদামই। ওই গুদামের পশ্চিম দিকে তিন তলা বিশিষ্ট অংশ থেকে আগুন ছড়াতে ছড়াতে পুরো ডেকরেটর্স এবং মোমোর গুদাম গ্রাস করে নেয়। গঙ্গাধরের ‘দখলে’ থাকা মোমোউলের আয়তন ছিল ৩৫ হাজার বর্গফুট। এর মধ্যে ১১ হাজার বর্গফুট মোমো কোম্পানিকে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। মালিক দাবি করেছিলেন, মোমো গুদামে অবৈধভাবে সিও২ দিয়ে কোল্ড ড্রিস্ক তৈরির কারণে আগুন লেগেছে। তবে ফরেনসিক রিপোর্ট সেই দাবি মিথ্যে প্রমাণ করেছে। তদন্তে আরও জানা গেছে, গোড়াউনে যথাযথ অগ্নি নির্বাপণ



ব্যবস্থা ছিল না। এই ত্রুটির জন্যই মালিক গঙ্গাধরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মৃত ও আহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। বুধবার সিদ্ধুরের এক সভা থেকে সেই ঘোষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, অগ্নিকাণ্ডে মৃত প্রত্যেকের পরিবারকে রাজ্যের তরফে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ওয়াও মোমো কোম্পানি ও ডেকরেটর্স সংস্থা ৫ লক্ষ টাকা করে দেবে বলেও জানান তিনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মৃতদের পরিবারের একজন সদস্যকে সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে চাকরি দেওয়া হবে।

‘আত্মবিশ্বাসী ভারত বিশ্বের আশার আলো’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারিঃ চলতি ত্রৈমাসিকের শুরুটা অত্যন্ত ইতিবাচক। বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কথায়, আত্মবিশ্বাসী ভারত আজ গোটা বিশ্বের কাছে ‘আশার আলো’। মোদি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা ক্রমাশ্র বাড়াচ্ছে, আর তারই প্রতিফলন মিলেছে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, “এই ত্রৈমাসিকের শুরুটা খুবই ইতিবাচক। আত্মবিশ্বাসী ভারত আজ বিশ্বের কাছে আশার

আশাবাদী। এই চুক্তি আত্মবিশ্বাসী, প্রতিযোগিতামূল্যী এবং উপাদানশীল ভারতের দিকে এক বড় পক্ষেপট।” বাজেট অধিবেশন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “স্বাভাবিকভাবেই দেশের নজর এখন কেন্দ্রীয় বাজেটের দিকে। তবে তাঁর সরকারের পরিচয় ‘সংস্কার কর্মক্ষমতা এবং রূপান্তর’।” তিনি জানান, সরকার ইতিমধ্যেই ‘রিফর্ম এজেন্ডা’-এ ঢেপে ক্রতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সব সাংসদের ইতিবাচক সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তার ফলেই সংস্কারের গতি আরও বেড়েছে। মোদি জোর দিয়ে বলেন, “প্রযুক্তিকে গ্রহণ করলেও সরকার মানুষের গুরুত্ব খার্টো করবে না। দীর্ঘদিনের বুলে থাকা সমস্যার



আলো হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে ভারত এখন বিশ্বদৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু।” তাঁর মতে, চলতি ত্রৈমাসিকের শুরুতেই ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে, তা আগামী দিনের দিশা এবং ভারতীয় যুবসমাজের উজ্জল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন এফটিএ-কে প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেন “উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতের জন্য মুক্ত বাণিজ্য”, “আকাঙ্ক্ষী যুবসমাজের জন্য মুক্ত বাণিজ্য” এবং “আত্মনির্ভর ভারতের জন্য মুক্ত বাণিজ্য” হিসেবে। তাঁর আশা, এই চুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের উপাদক ও শিল্পপতিরা নিজেদের সক্ষমতা ও প্রতিযোগিতার ক্ষমতা আরও বাড়াতে পারবেন। মোদির কথায়, “ভারতের উৎপাদকরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের দক্ষতা বাড়াবেন, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ

সম্মানে প্রযুক্তির ব্যবহার হবে, তবে সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে থাকবে মানুষই।” তিনি বলেন, “আমাদের সব সিদ্ধান্তই মানবকেন্দ্রিক। প্রযুক্তির সঙ্গে অংশীদারিত্বে আমরা এগোব, কিন্তু মানবিক সংবেদনশীলতাকে কখনও অবহেলা করব না।” একুশ শতকের এক-চতুর্থাংশ পার হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আগামী ২৫ বছর ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” এই সময়ের প্রথম বাজেট পেশ হতে চলেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। একই সঙ্গে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “তিনি দেশের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রী হিসেবে টানা নবম বার সংসদে বাজেট পেশ করতে চলেছেন। এটি ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এক গর্বের মুহূর্ত।”

পাতায় পাতায় গলাগলি, কানাঘুষো এড়িয়ে পাশাপাশি বসে খোশগল্প রাহুল-তারুনের!

নিজস্ব প্রতিবেদন

কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুর বৃহস্পতিবার সংসদে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়ে-র সঙ্গে সাক্ষা করে দলের ভিতরের বিভাজন নিয়ে চলা জল্পনা উড়িয়ে দেন। এই বৈঠককে তিনি একেবারেই স্বাভাবিক ও নিয়মিত ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করেন। বৈঠকের আগে নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের তারুর বলেন, তিনি এখন সংসদে যাচ্ছেন নিজের বা হওয়ার তা হলে জানাবেন। এজের দলের নেতার সঙ্গে দেখা করার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই বলেই তাঁর মন্তব্য। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সংসদ ধনর কমাগ্রেসে খাড়ে-র ঘরে এই বৈঠক এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে। বুধবার সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার পর এই বৈঠকে

তারুর, রাহুল গান্ধি এবং খাড়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি রোগুগোপাল এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পরে সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ খারুর বৈঠকের একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, তাঁর এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। নিজের পোস্টে খারুর জানান, দেশের মানুষের সেবায় এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নানা বিষয় নিয়ে খাড়ে- এবং রাহুল গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আন্তরিক ও গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে এবং সবাই একই পাতায় রয়েছেন। এই বৈঠকের প্রেক্ষাপটে ছিল সাম্প্রতিক কিছু খবর, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ তারুর এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তারুর নিজের জানিয়েছেন, তিনি সংসদ অধিবেশনের সময় সরাসরি দলের

শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে চান। কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছিল, তারুর নাকি কংগ্রেসের বাইরে নতুন রাজনৈতিক পথ খুঁজছেন। খবর ছিল, রাজ্যের কয়েকজন নেতার দ্বারা উপেক্ষিত ও কোণঠাসা হওয়ায় তিনি অসন্তুষ্ট এবং কোচির একটি অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধি তাঁকে যথাযথ স্বীকৃতি না দেওয়ায় তিনি মনঃক্ষুব্ধ হয়েছেন। এর আগে তারুর স্বীকার করেছিলেন যে, দলের সঙ্গে তাঁর কিছু সমস্যা রয়েছে, তবে তিনি কখনও সংসদে কংগ্রেসের যোগিত অবস্থান থেকে সরে যাননি। তাঁর মতে, দলের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য জনসমক্ষে নয়, দলের মধ্যেই আলোচনা হওয়া উচিত। তারুর আরও বলেন, তাঁর কিছু বিষয় আছে যা তিনি দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করবেন, কোনও প্রকাশ্য মঞ্চে নয়। সংসদে এসে তিনি নিজের উদ্বেগ পরিস্ফুরিত করে তুলে

ধরবেন এবং নেতৃত্বের মতামতও শুনবেন বলে জানান। ১৭ বছর ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকা তারুর আরও বলেন, বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করার প্রয়োজন নেই। যা কিছু ভুল হয়েছে, তা যথাযথ জায়গায় সমাধান করা হবে। এদিকে, আলাদা ভাবে কেবল সাহিত্য উৎসবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তারুর ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে নিজের অবস্থানের পক্ষে সওয়াল করেন। বলেন, তিনি এতে অনুতপ্ত নন। পহলগাম জঙ্গি হামলার পর তিনি একটি কলামে লিখেছিলেন যে এই ঘটনার শাস্তি হওয়া উচিত এবং কঠিন জবাব দেওয়া প্রয়োজন। তারুর বলেন, তিনি যখন নিজেই এমন প্রতিক্রিয়ার পক্ষে ছিলেন, তখন সেই অভিযানের সমালোচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর দাবি, অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন এবং তার পরেও তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

তিনটি নতুন রেললাইন প্রকল্পের জন্য চূড়ান্ত লোকেশন সার্ভে অনুমোদন

নিজস্ব প্রতি নিধি, কলকাতা, ২৯জানুয়ারিঃপশ্চিমবঙ্গে মোট ১৭৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের তিনটি নতুন রেললাইন প্রকল্পের জন্য চূড়ান্ত লোকেশন সার্ভে অনুমোদন রেল মন্ত্রণালয়ের। পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের প্রতি কেন্দ্রসরকারের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে রেল মন্ত্রণালয় পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৭৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের তিনটি নতুন রেললাইন প্রকল্পের জন্য চূড়ান্ত লোকেশন সার্ভে (Final Location Survey) অনুমোদন করেছে। এই তিনটি নতুন রেললাইন প্রকল্পগুলি হল-১) সিউ’ডি -নালা নতুন রেললাইন (ভায়া রাজনগর ও বক্রেশ্বর ধাম) - ৭৩ কিমি,২) আরামবাগ-খানাকুল নতুন রেললাইন - ২৭ কিমি এবং৩) রসুলপুর-জঙ্গলপাড়া নতুন রেললাইন - ৭৮ কিমি পর্যন্ত হবে।

প্রয়াত মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতার



অরুণ প নস্কর,কলকাতা, ২৯ জানয়ারি : মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বুধবার তিনি সমাজ মাধ্যম এক্স হাভেলে এক বার্তায় লিখেছেন, অজিত পাওয়ারের আকস্মিক প্রয়াসে আমি গভীরভাবে মর্মান্তত ও স্তম্ভিত। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার এবং তাঁর সহযাত্রীরা গত বুধবার সকালে বারামতীতে ঘটে যাওয়া এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন, এবং এতে আমি গভীর শোক অনুভব করছি।তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, বিশেষ করে তাঁর কাকা শরদ পাওয়ার-জি-র প্রতি, এবং প্রয়াত অজিতজির সকল বন্ধু ও অনুসারীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল।এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত প্রয়োজন।উল্লেখ্য, প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, গত বুধবার সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ মহারাষ্ট্রের বারামতী বিমানবন্দরে অবতরণ করার সময় বিমানটি ভেঙে পড়ে। এই বিমানেই ছিলেন শরদ পাওয়ারের ভ্রাতৃপুত্র তথা এনসিপি প্রধান অজিত পাওয়ার।

অজিতের বিমান দুর্ঘটনার পর উদ্ধার ব্ল্যাকবক্স, খতিয়ে দেখা হচ্ছে তথ্য



বারামতী, ২৯ জানুয়ারি : বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা পর উদ্ধার হল ভেঙে পড়া অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্স। যে কোনাও বিমানের ব্ল্যাকবক্সেই বিমানের গতিবিধি সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি এবং ককপিটের ভিতরের কন্ট্রোলপেনলের রেকর্ড থাকে। ফলে ব্ল্যাকবক্সের তথ্য খতিয়ে দেখে জানা যাবে, অজিতের বিমান ভেঙে পড়ার আগে ঠিক কী ঘটেছিল ককপিটে।বুধবার সকালের ওই দুর্ঘটনার পর সন্ধ্যায় বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরো (এএআইবি)-র একটি বিশেষ দল দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। শুরু হয়েছে ফরেনসিক তদন্ত। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে ভেঙে পড়া গ্লয়ারজেট-৪৫ মডেলের বিমানটির ব্ল্যাকবক্স উদ্ধার করেছেন তত্ত্বাবধীরা। সেটির মধ্যে থাকে তথ্য বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিহারে মহিলা স্বরোজগার প্রকল্পে সাহায্য ১০ হাজার থেকে বেড়ে ২ লক্ষ টাকা, ঘোষণা নীতীশ কুমারের

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ২৯ জানুয়ারিঃ মহিলা স্বনির্ভরতা জোরদার করতে বড় সিদ্ধান্ত নিল বিহার সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর মহিলা কর্মসংস্থান প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা করা হল। তবে এই বাড়তি টাকা মিলবে কাজের দক্ষতা ও প্রকল্প

তার মূল্যায়ন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, নির্বাচিত উপভোক্তাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এই টাকা একবারে নয়, ধাপে ধাপে দেওয়া হবে এবং আগের টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে তবেই পরবর্তী

এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ও স্বরোজগারে নতুন গতি আসবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসা ভালোভাবে চলছে, সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী এককালীন বড় অঙ্কের টাকাও দেওয়া হতে পারে। এখনও পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি পরিবার থেকে একজন মহিলাকে

কাজের অগ্রগতি দেখে পরবর্তী সহায়তা দেওয়ারই বিধান রয়েছে। এদিকে উপভোক্তাদের তৈরি পণ্যের সঠিক বিপণন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। নীতীশ জানান, উপভোক্তাদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা



ব্যবহারের মূল্যায়নের ভিত্তিতে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, উপভোক্তাদের কাজের মতলে খতিয়ে দেখে ধাপে ধাপে এই অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়া হবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যাঁরা ইতিমধ্যে প্রথম কিস্তি হিসেবে ১০ হাজার টাকা পেয়েছেন, তাঁরা ছ’মাস পরে আরও টাকা পাওয়ার যোগ্য হবেন। শর্ত একটাই, এই টাকা কতটা কার্যকরভাবে কর্মসংস্থান বা ব্যবসা শুরু করতে ব্যবহার করা হয়েছে,

কিস্তি মিলবে। তিনি আরও জানান, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসা ভালোভাবে চলছে, সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী এককালীন বড় অঙ্কের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজন মহিলাকে স্বনির্ভর উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। ইতিমধ্যে ১.৫৬ কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে সরাসরি ট্রান্সফার করা হয়েছে। সরকারের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে গ্রামীণ ও শহর- দু’জায়গাতেই মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা বাড়বে

১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে এই টাকা সরাসরি চলে গিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি আরও বলেন, গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের বাকি যোগ্য আবেদনকারীরাও শিগগিরই নির্ধারিত নিয়ম মেনে এই অর্থ পাবেন। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী, কেউ নিজের উদ্যোগ শুরু করার ছ’মাস পর তাঁর কাজের মূল্যায়ন করা হবে। সেই মূল্যায়নের ভিত্তিতেই প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ছ’মাস পরে

হয়েছে-যেমন স্কুল ইউনিফর্ম তৈরির কাজ, সুধা বিক্রয় কেন্দ্র এবং দিদি কি রসেই। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই বাড়তি আর্থিক সহায়তা রাজ্যের মহিলাদের আর্থিক অবস্থান আরও মজবুত করবে এবং রাজ্যের মধ্যেই ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। তাঁর কথায়, স্থানীয় স্তরে কাজ বাড়লে মানুষকে আর জীবিকার খোঁজে বিহারের বাইরে যেতে হবে না। সরকারের ধারণা, এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা এবং স্থানীয় জীবিকা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেবে।

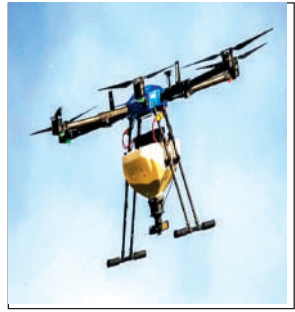
নাজিরাবাদে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : নাজিরাবাদে অগ্রিকাগুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সৌমা আইচ রায়, প্রাক্তন জেলা সভাপতি জয়ন্ত দাসদের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আসে। তবে, ১৬৬ ধারা জারি থাকায় পোড়া গুদাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি তারা। সৌমা বলেন, এত জন সাধারণ মানুষের মৃত্যুর দায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। এই ঘটনায়

শনিবার গার্ডেনরিচ জল প্রকল্প থেকে জল সরবরাহ বন্ধ

সুন্দরবনে মাছ চাষে ড্রোনের পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু হল

নিজস্ব প্রতি নিধি, সুন্দরবন, ২৯জানুয়ারিঃ এবার সুন্দরবনে শুরু হলো মাছ চাষে ড্রোনের পরীক্ষামূলক ব্যবহার। ভারতীয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (আইসিএআর)-এর অধীনে কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মস্যা গবেষণা সংস্থা (সিফরি)-র উদ্যোগে কুলতলিতে ‘সুন্দরবন কৃষ্টিমেলা’য় মঙ্গলবার পরীক্ষা মূলক ভাবে ড্রোন ব্যবহার করা হয়। সংস্থার দাবি, এই ড্রোনে প্রায় ৭০ কিলো ওজন বহন করে ৬ কিলোমিটার পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে সক্ষম।সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, সুন্দরবনে এলাকাতেই প্রথম এই ড্রোনের পরীক্ষামূলক ব্যবহার করা হলো।নদী ঘেরা সুন্দরবনে মানুষের প্রধান ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মস্যা গবেষণা সংস্থা ড্রোনের মাধ্যমে



উৎপাদিত মাছের ন্যায্য দাম পান না। নদী বা ভেড়ি থেকে মাছ ধরে দ্রুত বাজারে পৌঁছতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়তে হয় তাদের। ফলে মাছ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে। এই সমস্যা মোকাবিলায় জনাই ড্রোন ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মস্যা গবেষণা সংস্থা ড্রোনের মাধ্যমে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তির জন্য নয় নোবেল পেয়েছেন সাহিত্যের জন্য, এটাও জানেন না নীতিন নবীনজি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিকে ক্ষমা চাইতে বললেন কুণাল ঘোষ

সৌমেন আদক, হাওড়া, ২৯জানুয়ারিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তির জন্য নয় নোবেল পেয়েছেন সাহিত্যের জন্য, এটাও জানেন না নীতিন নবীনজি। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিকে ক্ষমা চাইতে বললেন কুণাল ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভুল মন্তব্য করায় বিজেপির সভাপতির তীব্র সভাপতিকে ক্ষমা চাইতে বলেন কুণাল। বুধবার সন্ধ্যায় হাওড়ার বালি বইমেলায় এসে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ওই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, নীতিন নবীনজি’র উচিত ক্ষমা চাওয়া। যিনি এটা জানেন না যে রবীন্দ্রনাথ



ঠাকুর শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাননি। উনি সাহিত্যের জন্য পেয়েছেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন যিনি এটাই জানেন না তাঁর তো ক্ষমা চাওয়া উচিত আগে। কুণাল বাবু আরও

বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন একের পর এক প্রকল্প শুরু করেন বিজেপি প্রথমে তার বিরোধিতা করে। পর সেটাকেই নফল করে। কু গাল ঘোষ বলেন, ২০২১ সালে বিজেপি বলেছিল

অজিতকে চোখের জলে বিদায়, মুখাগ্নি দুই ছেলের



বারামতী, ২৯ জানুয়ারি : বিমান দুর্ঘটনায় অকালেই প্রয়াত মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারকে বৃহস্পতিবার চোখে জলে বিদায় জানানো হল। অজিত পওয়ারের ছেলে পার্থ এবং জয় বারামতীতে তাঁদের বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস এবং গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত প্রমুখ। অজিত পওয়ারের স্ত্রী এবং রাজ্যসভার সাংসদ সুনৈত্রা পওয়ার তাঁর স্বামীর অকালপ্রয়াগে শোকাহত।বারামতীতেই রাজনৈতিক জীবনের শুরু। বিমান দুর্ঘটনায় সেখানেই ইহজীবনের ইতি। আর বৃহস্পতিবার বেলায় সেই

বারামতীতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হল মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা অজিত পওয়ারের। সকাল ১১টায় বারামতীর বিদ্যা প্রতিষ্ঠান মাঠে পূর্ণ রাস্তায় মর্যাদায় শেষকৃত্য শুরু হয়।বুধবার সন্ধ্যায় বারামতীর একটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে অজিতের মরদেহ পূলে জেলার বিদ্যা প্রতিষ্ঠান চত্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে এনসিপি কর্মীরা তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান। তারপর অজিতের কবিনবর্ড দেহাংশ ফুলে ঢাকা শকটে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর কাটেওয়ার্ডির বাড়িতে। সেখানে এনসিপি নেতাকে শ্রদ্ধা জানান পরিবারের সদস্যেরা। সকাল ৯টা নাগাদ ওই শকট জিডি মদগলকর সভাপ্তরে থিকে রওনা দেয়। সেখান থেকে শেষযাত্রা শুরু হয়ে শেষ হয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠান মাঠে।

ডলারের সাপেক্ষে আরও নীচে টাকার দাম, নিশানা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার সকালে ডলারের সাপেক্ষে আরও নীচে নামল টাকার দাম। তারপরেই সরব হল বিরোধী শিবির। কংগ্রেস নেত্রী সৃষ্টিয়া শ্রীনাতে এ দিন বলেন, ভারতীয় টাকা আরও নেমে আমেরিকার ডলার ৯২ টাকা পেরিয়ে গিয়েছে। এটা বিশেষ করে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক এই কারণে যে, আমেরিকার ডলার বেশির ভাগ বড় দেশের মুদ্রার সাপেক্ষে চোখে পড়ার মতো দুর্বল হচ্ছে। ফলে অন্যান্য দেশের মুদ্রা যেখানে মুনাকা দেখছে, সেখানে টাকা অবিরাম পড়ে এশিয়ার সব থেকে দুর্বল মুদ্রার তকমা পাচ্ছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে প্রাথমিক লেনদেনে টাকা রয়েছে



৯১.৯৯-এ। অর্থাৎ, এখন ১ ইউএস ডলার পেতে খরচ করতে হচ্ছে প্রায় ৯২ টাকা। বিদেশি বিনিয়োগা করীদের টানা টাকা তুলে নেওয়া এবং ভবিষ্যৎতে আরও দর পতনের আশঙ্কায় টাকার উপর চাপ আরও বেড়েছে। দেশের অর্থনীতি তুলনামূলক ভালো থাকলেও সেই ইতিবাচক প্রভাব চাপা পড়ে গিয়েছে।

আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ নির্মলার, লোকসভা ও রাজ্যসভা মূলতুবি



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৯ জানুয়ারি : সংসদে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উপাদন (জিডিপি) কত? আর্থিক বৃদ্ধির গতিই যা কেনম? বিদেশি মুদ্রা ভাতার থেকে মুদ্রানক্ষীতই আর- দেশের অর্থনীতির মৌলিক ডিগ্রিগুলির কী হল তা জানা গেল এই আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্টের মাধ্যমে।এই নিয়ে টানা ৯-বার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে চলেছেন নির্মলা সীতারমন। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ২০২৭ আর্থিক বছরে ভারতের সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি ৬.৮ থেকে ৭.২ শতাংশর মধ্যে অনুমান করা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী যুক্তি সঙ্গেও যা ইতিবাচক। এদিন আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ হওয়ার কিছু পর লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দিনের মতো মূলতুবি করে দেওয়া হয়।

পরীক্ষার্থীদের সুবিধায় কলকাতা পুলিশ

নবান্ন,কলকাতা,২৯জানুয়ারিঃ আগামী সোমবার থেকে শুরু হতে চলা এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনগুলিতে পরীক্ষার্থীদের সুবিধায় কলকাতা পুলিশ তাদের অধীনে থাকা সব থানা এলাকায় জরুরী পন্য ছাড়া সকাল ৬ টা থেকে দুপুর

বারোটা পর্যন্ত অন্যান্য পন্যবাহী গাড়ি চলাচলের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যেখানে পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে প্রয়োজনে সেখানে যানবাহন চলাচলের উপরে নিয়ন্ত্রন জারি করা হবে বলে পুলিশের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে

বহুডুতে বি.ডি .ও-তে হিয়ারিং



দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানার অধীনে জয়নগর-১ বিডিওতে স্থানীয় লস্ছে। গত রবিবার এমন কি অনান্য ছুটির দিনে ছুটি নেই। শুভদীপ দাস বিডিও বলেন যে, আমরা সূঠভাবে এসআইআর কাজের দায়রাকি করছি তবো, আমাদের ব্লকের কাজ সূঠভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টায় সর্বদা আছি। কোনরকম অভিযোগ আমার কাছে এলেই আমি তা তৎপরতার সহিত দেখে নিয়ে মামাংসা করি। চিত্র-শ্রদ্ধা সাহা।

রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় অবজার্ভার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২৯জানুয়ারিঃনির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় অবজার্ভার নিয়োগ করেছে। প্রকাশিত তালিকায় এরাজ্য থেকে মোট ২৫ জন সিনিয়র আধিকারিকের নাম রয়েছে। তাদের মধ্যে স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মীনা সহ ১৫ জন আইএসএস এবং ১০ জন আইপিএস আধিকারিকের নাম রয়েছে। তালিকায় রয়েছেন হাওড়া ও আসানসোলের পুলিশ কমিশনারও। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাডু ও পুদুচেরিতে ভেট আসন্ন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় অবজার্ভার নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অন্তত পাঁচবার আধিকারিকদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনও উত্তর না মেলায় কমিশন নিজেই অবজার্ভারদের তালিকা চূড়ান্ত করে তা প্রকাশ করেছে।তালিকা প্রকাশের পাশাপাশি কমিশনের তরফে একটি বিস্তারিত নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, ব্যাভিত্তিক তালিকাভুক্ত সমস্ত আইএসএস ও আইপিএস আধিকারিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ব্রিফিং বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। নির্ধারিত দিন, সময় ও স্থানে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ব্রিফিং চৈঠকে কোনও আধিকারিক অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকলে তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে নির্বাচন কমিশন। এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হয়নি।

সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনের দিনগুলিকে স্মরণ মুখ্যমন্ত্রীর

সরস্বতী নস্কর,হুগলি, ২৯ জানয়ারি : দিন দেশক আগে সভা করতে এসে সিঙ্গুরের মাটিকে প্রণাম জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সেই সিঙ্গুরে এসে জমি আন্দোলনের দিনগুলিকে স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন যে, সিঙ্গুরের মাটিতে অনেক দিন কাটিয়েছি। আমার আন্দোলনের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সিঙ্গুর। তখন এখানকার মানুষ বাড়ি থেকে কেউ মুড়ি, চিড়ে, নাড়ু, সজি এনে আন্দোলনকারীদের খেতে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করেন তাঁর ২৬ দিনের অবশ্বদনের কথাও। এ জন্য সিঙ্গুরের সকলকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটটার তালিকার বিশেষ নিরিড সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে আতঙ্কে ইতিমধ্যেই অনেকে মারা গিয়েছেন বা হতাহত। হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বুধবার সিঙ্গুরের সভা থেকে সেই সব পরিবারকে সমবেদনাও জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে তাঁর লেখা বই থেকে কবিতাও পাঠ করেন তিনি খবর সূত্র জানায়।

দূরন্ত বার্তা,কলকাতা

রাশিফল

মেঘঃজাতক জাতিকাদের জন্য একটি একটি নতুন শক্তি এবং সম্ভাবনার দিন হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবেন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের এইই উপযুক্ত সময়। সতর্কতার সঙ্গে আপনার ধারণগুলি প্রকাশ করুন, কারণ আপনার চিন্তাভাবনায় গভীরতা রয়েছে।। বৃহঃ সার্নরিক স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে কিন্তু ভ্রমণ ধকলসাধ্য এবং চাপের প্রমাপিত হতে পারে। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সফল আনবে। আপনার মুঞ্চকারী স্বভাব ও আনন্দময়ক ব্যক্তিত্ব আপনাকে নতুন বন্ধু তৈরি করতে এবং যোগাযোগ উন্নত করতে সাহায্য করবে।সংসারে শান্তি হবে। মিশুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি বিশেষ দিন হবে। এই দিনে আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। আপনার ধারণা এবং যোগাযোগ দক্ষতা আপনার পক্ষে থাকবে যাতে আপনি আপনার ধারণাগুলি কার্যকর ভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন। শুভদিন হবে ককট রশ্মি ঃখেলাধুলা এবং বহিরাব্ধগ কাজকর্মে অংশগ্রহণ আপনাকে শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করবে।বিবাহেহে যোগ হতে পারে। সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসতে চলেছে। আপনি মানসিক শক্তি এবং যোগাযোগ দ্বারা পূর্ণ ভাবে প্রভাবিত হবেন, আপনি আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারবেন।শুভদিন কন্যা ঃ একটি খুশির সববাদ পাওয়া সম্ভবপর। আজকের জনাই বাঁচার আপনার যে প্রবণতা সেটিকে এবং বিনোদনের বাত অত্যধিক খরচ করায় লাগাম দিন। শুভ রং লাল। তুলাঃ জাতক জাতিকাদের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। আপনার চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা থাকবে, যা আপনাকে ব্যক্তিগত এবং পেশাগত বিষয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বৃশ্চিকঃ ধান এবং আয়-উপলব্ধি লাভজনক প্রমাণিত হবে। কেবল বিচক্ষণ বিনিয়োগই পরিশোধ আনবে- স্তবরাং আপনি আপনার কষ্টার্জিত পয়সা কোথায় লাগাচ্ছেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। শনুঃ জাতক জাতিকারা আশাবাদী শক্তিতে ভরপুর থাকবেন। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান এমন ভাবে বিন্যস্ত রয়েছে যা আপনাকে আক্ষরিক এবং রূপক উভয় অর্থেই নতুন দিগন্ত অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করবে। মকরঃ আপনার স্বহৃদ্যালালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উদ্বেগের কারণে রাগা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। কুন্তঃ জাতক জাতিকাদের জীবনে অনুপ্রেরণার একটি ভেট আসবে। সৃজনশীলতা আপনার চিন্তা ও কর্মে শক্তি জোগাবে। আপনি নিজেই নতুন ধারণা এবং অপ্রচলিত চিন্তাভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখতে পারেন।বিবাহের যোগ। মীনঃ আপনি আজ আপনার স্বৃষ্ণাত্ম বজায় রাখবেন যা আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। নিজের জন্য অর্থ সঞ্চারের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন হতে পারে। আজ আপনি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন। কোন বিদেশী আত্মীরের কাছ থেকে পাওয়া উপহার আপনাকে খুশি করে তুলবে। আপনি প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়তে পারেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে আজকে। শুভ দিন।

আবহাওয়া

ভোরের দিকে এবং রাতে হালকা শীতের অনুভূতি থাকলেও বেলা গ্যাতেই ঠাণ্ডা উধাও। গত কয়েক দিন ধরে এনানিউই রয়েছে। রাজ্যের প্রভাবে দার্জিলিঙে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। হালকা বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের কিছু জেলাতেও। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত কনকন দৃষ্টিতের আর কোনও সম্ভাবনা নেই। যেমন রয়েছে, তেমনই থাকবে আবহাওয়া। আগামী কয়েক দিন পশ্চিমবঙ্গের কোথাওই তাম্রাভ্রায় বিশেষ হেরফের হবে না। শুধু দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় হতে পারে তুষারপাত। কালিম্পাঙেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হালকা বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারেও। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৬ শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং ০৯রাত ৫৫টা। ভাটা-দুপুর ১১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মিনিট। সৃষ্ণউদয়ঃ সকাল ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত্র যাবে আজ ৫টা ২২মিনিটে হতে পারে।

মোমবাতি তৈরি করে স্বনির্ভরতার পথ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৯ জানুয়ারি ৯ সুন্দরবনের কৃষকদের নিয়ে বহু বছর ধরে কাজ করে চলেছে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। চাষিদের উৎসাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি মধু উৎপাদন ও তার থেকে তৈরি মোমের ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। আর এই মধুর যেখন ভালো বাজার রয়েছে তেমনি মোমের তৈরি পন্যের ও ভালো বাজার পাওয়া যেতে পারে। আর এই মোম থেকে একেবারে প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রঙের মোমবাতি তৈরি করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান তথা বরিস্ত বিজ্ঞানী ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল বলেন, আমরা প্রাকৃতিক উপায়ে ফুলের পরাগ মিলন ঘটিয়ে মধু উৎপাদন করি। আর এবার মধুর পাশাপাশি মোমের ব্যবহারের উপর জোর দিছি। যাতে এই মোমবাতি তৈরি করে বিক্রয় করে স্বনির্ভর হতে পারে এলাকার মানুষ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই মোমকে কাজে লাগিয়ে মোমবাতি তৈরি করতে পারে প্রাকৃতিক উপায়ে মোমবাতি থেকে পরিবেশের উল্লাসে ক্ষতি হবে না। আর বিক্রয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এই মোমবাতি থেকে।

আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি মৌসমের

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ২৯ জানুয়ারি ৯ এস. আই. আর. নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কৈরিয়াদের দাবী। না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি মৌসমের। তৃণমূলের সাংসদ পদ ছেড়ে আসা মৌসমের এক মাসও হয়নি, এরই মধ্যে পরাসরি এস. আই. আর. নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জবাব দাবি করে কার্যত ডেড লাইন বেঁধে দিলেন কংগ্রেস নেত্রী মৌসম বেনজির নূর। এস. আই. আর.-এর নানে সাধারণ মানুষকে হয়রানি এবং বিজেপি ও তৃণমূলের যড়যন্ত্রের প্রতিবাদে আজ মালদহ শহরের গান্ধী মূর্তির পাাদদেশে অবস্থান বিদ্রোহ ও ডি এম অফিস সেখানে কর্মসূচি ছিল জেলা কংগ্রেসের। সেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ তথা জেলা সভাপতি দীশ খান চৌধুরী, মৌসম বেনজির নূর সহ জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই ভরা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মৌসম বেনজির নূর জানান, এস. আই. আর. হতে দেবো না। কে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন এই এস. আই. আর.-কে করছে রাজা সরকারের প্রশাসন করছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এর জবাব চাই আমরা। আমরা বাংলাদেশী না রোহিঙ্গা যে আমাদের সাথে এস আই আর এর নাম করে এইভাবে হয়রানি এবং হেনস্থা করছে সরকার। এদিকে মৌসম কে পাশ্চা কটাক করছে তৃণমূল। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী জানান, মুখ্যমন্ত্রীর দয়ায় এমএলএ হয়েছেন দু'বার এমপি হয়েছেন। এতদিন পর মুম কাটলো তার।

শুনানি কেন্দ্রে লাইনে রাজ্যের মন্ত্রী

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ জানুয়ারি ৯ নির্বাচন কমিশনের পাঠানো হেয়ারিং নোটিস হাতে নিয়ে শুনানি কেন্দ্রে লাইনে রাজ্যের মন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিধায়ক তাজমুল হোসেন। নির্ধারিত শুনানির দিন তাকে দীর্ঘক্ষণ লাঠশা়নে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। শুধু মন্ত্রী নন, তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্যকেও একইভাবে লাইনে দাঁড়াতে হয়।জানা গিয়েছে,গত ১৮ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁকে এসআইআর সংক্রান্ত হেয়ারিংয়ের নোটিস পাঠানো হয়। নোটিসের ভিত্তিতেই শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন। তাজমুল হোসেন মালদা জেলার হরিচন্দ্রপুর বিধানসভার তিনবারের নির্বাচিত বিধায়ক তাঁর বাড়ি হরিচন্দ্রপুর বিধানসভার বাক্সেয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম দিলার বস্ম। মন্ত্রীর দাবি, ২০০২ সাল থেকেই তাঁর নাম ও বাবার নাম সমস্ত সরকারি নথিপত্রে একই রয়েছে। সমস্ত কাগজপত্র যাচাই করাই তিনি পরপর তিনবার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং বর্তমানে রাজ্যের মন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে হেয়ারিংয়ের নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তোলেন তিনি।তিনি কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করে। ফ্লোড উগরে দেন রাজ্যের মন্ত্রী। আজ শুনানি কেন্দ্রে হাজির হওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাজমুল হোসেন বলেন,আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই নোটিস পেয়ে নির্ধারিত দিনেই শুনানিতে হাজির হয়েছি। আমার ও আমার পরিবারের সব নথি সঠিক আছে। সত্যিটা মাঝে আসবেই। উল্লেখ্য, তিনবারের বিধায়ক ও বর্তমান রাজ্যের মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও হেয়ারিংয়ের নোটিস পাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মগেলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও এই নোটিসের পিছনের কারণ নিয়ে মতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অবসরপূর্ব সংবর্ধনা রাজীব কুমারের; ‘বাংলার পুলিশ দেশের সেরা, সাহসই আমাদের অস্ত্র’

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ জানুয়ারি ৯ আগামী ৩১ জানুয়ারি রাজ পুলিশের ডিভি রাজীব কুমার অবসর নেনবেন। তার আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে আলিপুর বডিগার্ড লাইনে পুলিশ অধিকারিকরা এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তাঁকে সম্মান জানাতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্তরের পুলিশ কর্মকর্তারা। বিদায় সংবর্ধনায় রাজীব কুমারের মুখে শোনা গেল বাংলার পুলিশের জয়গান। তিনি নিজেই ব্যাখ্যা দিলেন শাস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সাহস এবং দায়িত্বের সংজ্ঞা। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রাজীব কুমার বলেন, ‘বাংলার পুলিশ দেশের সেরা। মাওবাদী দমনে বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্নরকম চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয় পুলিশকে। হোমগার্ড থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ কর্তা, কারও অবদানই কম নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘৬ সাহসই পুলিশের সব থেকে বড় অস্ত্র। তবে সাহস ব্যতীেই অ্যাকশন, গুলি চালানো নয়।’ রাজীব কুমারের বিদায় ভাষণ সামাজিক



ও রাজনৈতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে বাংলার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, গত বছর মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় ওয়াকফ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। সেসব এলাকায় আওয় লাগানো হয়, ট্রেন জালিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের কঠোর হস্তক্ষেপের দাবি থাকলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি

ফের অ্যাকশনে সিবিআই, হাজার কোটির ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় তল্লাশি শুরু

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ জানুয়ারি ৯ দেশের আর্থিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তল্লাশিতে নামে কেন্দ্রীয় তদন্ত সন্থা সিবিআই। আলিপুরসহ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একেযোগে অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযানের মূল লক্ষ্য একটি কিনাস সংস্থার কর্ণধার এবং সংশ্লিষ্ট শাখা সংস্থার অফিস ও ব্যক্তিগত ঠিকানা। এদিন অভিযানে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে সিবিআই সূত্র। সিবিআইয়ের সূত্র জানিয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ওই কিনাস সংস্থাটি এই টাকা তরফর করে। ওই কিনাস সংস্থা ও তারই একটি শাখা সংস্থার দুই অধিকারের বিরুদ্ধেই

মূল অভিযোগে সিবিআইয়ের। সংস্থা দু’টির কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় একটি রাস্তায়ও ব্যাঙ্কর। ওই সংস্থা দু’টির পক্ষ থেকে টাকা ঋণের জন্য অবৈধন জানানো হয়। তার জন্য কিছু নথিও দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে সিবিআই অভিযোগ করেছে, ওই দু’টি সংস্থা আরও ছয়টি ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করলেও পুরো অর্থ ফেরত দেয়নি। এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং তাদের কর্তাদের বিরুদ্ধে গত ২০২৩ সালে অভিযোগ দায়ের কর্তেচন ব্যাঙ্কের দুই কর্তা। অভিযোগের ভিত্তিতে হাই কোর্টও তদন্তের নির্দেশ দেয়। আদালতের নির্দেশনার পরই সিবিআই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করে এবং আজকের তল্লাশির নির্দেশনা দেওয়া হয়। তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিন সকাল থেকেই সিবিআই অধিকারিকরা আলিপুরের ফিনাস সংস্থার কর্ণধারদের বাড়ি পৌঁছে গিয়ে তল্লাশি শুরু করেন। শুধু বাড়িতেই নয়, সংস্থার অফিসেও অভিযান চলেছে। পাশাপাশি শহরের আরও কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অধিকারিকরা নথিপত্র, লেনদেনের হিসাব, ব্যাংক রেকর্ড ও ডিজিটাল ডেটা সংগ্রহ করছেন। অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও কর্ণধারা এখনও পর্যন্ত অনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানয়নি। তবে শহরের আর্থিক মহলে এদিনের অভিযান নিয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই তল্লাশি কেবল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার কঠোর পদক্ষেপের উদাহরণ নয়,

বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) আবাসন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা জেলাশাসকের

দূরস্তবর্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ২৯ জানুয়ারি ৯ বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) আবাসন প্রকল্পের বিড়ি পর্বের সূচনা। হাওড়ায় ৫৯,৬০৭ জন সুবিধাভোগী মোট ৩৫৭.৬৪২ কোটি টাকা পাচ্ছেন, জানালেন জেলাশাসক। বৃধবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঙ্গলির সিঙ্গুর থেকে ‘বাংলার বাড়ি’ (গ্রামীণ) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বায়ের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। রাজ্য সরকারের নিজস্ব অর্থনুকূল্যে রূপায়িত এই প্রকল্পে নতুন করে বেশ কয়েক লক্ষ উপভোক্তা পাকা বাড়ি পাচ্ছেন। প্রথম পর্বায়ে ১২ লক্ষ বাড়ির পর এই নতুন ফেজে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। বৃধবার হাওড়ায় জেলাশাসক ডঃ পি দীপাপ্রিয়া এক সংবাদিক সম্মেলনে বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্প-২ এর বিস্তারিত তথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ৫৯,৬০৭ জন সুবিধাভোগী ডিবিটি-র মাধ্যমে প্রথম কিন্তু বাবদ মাথাপিছু ৬০,০০০ টাকা করে মোট ৩৫৭.৬৪২ কোটি টাকা পাচ্ছেন। বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের প্রথম পর্বায়ে ২২৮৯৫ জন



এসআইআর শুনানি নিয়ে থামছে না ‘মৃত্যুমিছিল’, মৃত কাপড় ব্যবসায়ী এক বৃদ্ধ

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ জানুয়ারি ৯ এস আই আর শুনানি নিয়ে থামছে না ‘মৃত্যুমিছিল’। বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যু হয় কাপড় ব্যবসায়ী এক বৃদ্ধের। ঘটনাস্থল হাওড়ার ডোমজুড়। মৃতের পরিবারের লোকের অভিযোগ, এসা আই আর নিয়ে শুনানির আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে শেখ আজিজুর রহমান নামের ওই বৃদ্ধের। ডোমজুড়ের হাজীপাড়ার বসিন্দা জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ২৪৫ নম্বর পার্টের ভোটার ছিলেন শেখ আজিজুর রহমান (৬৫)। তিনি পেশায় কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তার নাম ছিল। তার পরিবারের লোকদের অভিযোগ, তা সত্ত্বেও গত শুক্রবার এসআইআর শুনানির নোটিশ পান। এরপরই তিনি গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। তিনি প্রতিদিন পাড়ার ক্লাবে টেলিভিশনের পর্দায় এই সংক্রান্ত নানা খবর দেখতেন। এরপর তিনি আরও মুগ্ধভে পড়েন বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার এসআইআর শুনানির জন্য ডোমজুড় পঞ্চায়েত অফিসে তাঁর হাজিরার ডাক পেল। জানা গেছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তার



নামে গরিমল থাকার কারণে তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয়। এরই প্রেক্ষিতে তিনি গভীর দুশ্চিন্তায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনটাই দাবি তার পরিবারের লোকদের। বাড়ির লোকেরা প্রথমে শেখ হাফিজুর রহমানকে ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। এলাকার মানুষের দাবি তিনি ২০০২ সালেও ভোট দিয়েছিলেন। এবারেও এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র তিনি জমা দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়। তাই তিনি আতঙ্কে ভুগছিলেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতের বড় ছেলে শেখ আজিজুর রহমান বলেন, ‘শুক্রবার এস আই আর এর নোটিশ আসে। ২০০২-এ নাম থাগকা সত্ত্বেও শুনানির

রঙ্গভূমির নতুন নাটক বুধনী



দূরস্তবর্তা, আশিস কুমার ঘোষ, ২৯ জানুয়ারি ৯ ভালোবাসা নানা রংয়ে রাঙানো। প্রেম অসভ্য জংকি বদলে দেয় সভ্য মানুষে। ভালোবাসা প্রেমিককে হিংসুটে করে তোলে। আবার অপত্য প্রেম নারীকে সম্পূর্ণ করে তোলে। প্রেম, মনস্তত্ত্ব এবং সম্পর্কের জটিলতার আখ্যান লিখেছিলেন বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘বুধনী’ গল্পে। সেই গল্পই বাস্তবে ফুটে উঠতে চলেছে রঙ্গমঞ্চে। ‘গৌরবাড়া’ রঙ্গভূমি’র প্রযোজনার বিধানসভা হলদারের নির্দেশনায় মঞ্চে উদ্ভীনীত হতে চলেছে নাটক ‘বুধনী’। বনফুলের গল্পের নাট্যরূপ দিছেন চমক মজুমদার। ছোটনাগপুরের জঙ্গলে অসভ্য জঙ্গলী বিস্টুর জীবন বদলে যায় বুধনীর প্রেমে। বুধনীকে জয় করে, বিয়ে করে বিস্টু হয়ে ওঠে সভ্য। বুধনী-বিস্টুর প্রেম জঙ্গলের জীবনে উদাহরণ হয়ে ওঠে। ভালোবাসায় বুধনীর কোল আলো করে আসে সন্তান। অপারদিকে বিস্টুর বিরোধীরাও ওঁকে সরাতে সক্রিয়। প্রেম, যুদ্ধ, প্রতিহিংসা, ভালোবাসা, মনস্তাত্ত্বিক লড়াই, হিংসার আলোয় মানব চরিত্রের আনাত কানাচ ফুটে উঠছে নাটক ‘বুধনী’তে।

শনিবার দঃ কলকাতার একাধিক এলাকায় জল সরবরাহ ব্যাহত

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ৯ গার্ডেনরিচ পান্পিং স্টেশনে পাইপ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারণে আগামী শনিবার সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত শুধুমাত্র স্বাভাবিক পরিষেবা থাকবে। এর পর থেকে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। রক্ষণাবেক্ষণ কাজ শেষ হওয়ার পর ১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে নুরায় পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে। গার্ডেনরিচ পান্পিং স্টেশনের আওতাধীন কালীঘাট, রানিকুটি, বাশদ্রোণী, গড়িয়া, চেতলা, গম্ফগ্রিন, লায়লকা, বেহালা, সিরিটি, দাসপাড়া, গান্ধী ময়দান, সেনপলি, প্রফুল্ল পার্ক, পর্ণশ্রী, মেটিয়াবুরুজ ও শকুন্তলা পার্ক বৃষ্টির পান্পিং স্টেশন। এই পান্পিং স্টেশন থেকে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে না। তার ফলে গার্ডেনরিচ, যাদবপুর, টলিগঞ্জ, কসবা, বেহালা, ঠাকুরপুকুর, জোকা জল সরবরাহ ব্যাহত হবে। কোথাও সারাদিন জলের সরবরাহ বন্ধ থাকবে, আবার কোথাও আংশিকভাবে জল পাওয়া যাবে। গার্ডেনরিচ পান্পিং স্টেশন থেকে প্রতিদিন প্রায় ১৭ থেকে ১৮ কোটি গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়। এখান থেকে বেহালা, মহেশতলা, গার্ডেনেরিসহ দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ পরিষেবা প্রদান করা হয়। সপ্তাহান্তে স্বাভাবিকভাবেই বাড়িতে জলের চাহিদা বেশি থাকে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার জল সরবরাহ বন্ধ থাকলে সাধারণ মানুষ কিছুটা সমস্যায় পড়বেন বলেই মনে করা হচ্ছে। জল সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বাসিন্দাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আগেই সতর্ক করা হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতিতে স্থানীয় বোতলজাত জল বা স্টোরেজ ট্যাঙ্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং ১ ফেব্রুা়য়ারি সকাল থেকে স্বাভাবিক পরিষেবা পুনঃস্থাপন করা যায়, সেই দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

একদিনের সামাজিক সুরক্ষা শিবির জয়নগর মজিলপুর পৌরসভায়



দূরস্তবর্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৯ জানুয়ারি ৯ সকল অসংগঠিত শ্রমিক, নির্মাণকর্মী এবং পরিবহনকর্মীদের জন্য রাজ্য সরকারের শ্রমগুপ্তের উদ্যোগে একমাস ধরে সামাজিক সুরক্ষা মাস উদযাপনকে সামনে রেখে বিশেষ পরিচালনায় শিবির চালানো। বৃহস্পতিবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভায় একদিনের এই শিবিরে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ছিলো চোখে দেখার মতন। বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজ্ঞানায় বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা গুলি হল- সকল নথিভুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের (১৮ থেকে ৬০ বছর) জন্য রাজ্য সরকারের থেকে প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি মাসে ৫৫/- টাকা এবং তৎসহ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পাবেন। পেনশন প্রাপকের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী/স্বামী ন্যূনতম মাসিক ৫০০/- টাকা থেকে ৭৫০/- টাকা পাবেন। পূর্ণ ম্যোদ শেষে (৬০ বছর বয়স হলে) ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পাবেন। এছাড়া স্বাভাবিক মৃত্যুতে নমিনি ব্যক্তি ৫০,০০০/- টাকা পাবেন। নির্মাণ কর্মীদের জন্য ১০০০/- টাকা। দূর্ঘটনা জর্নিত মৃত্যুতে নমিনী ব্যক্তি ২,০০,০০০/- টাকা পাবেন। পরিবহন কর্মীদের জন্য ১৫০০/- টাকা। শারীরিক অক্ষমতায় শ্রমিক নিজে ৫০,০০০/- টাকা থেকে ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত পাবেন। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা এলাকার বহু মানুষ এদিন এই সামাজিক সুরক্ষা শিবিরে অংশ নেন।

আসানসোল পৌরসভায় বৃহস্পতিবার এই মাসের বোর্ড মিটিং

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩৯ জানুয়ারি ৯ আসানসোল পৌরসভায় আজ এই মাসের বোর্ড মিটিং হল এখানে আসানসোল পৌরসভার চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় কমিশনার এরকম জে সিং বিভিন্ন এম এমআইসি একেো চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পৌরসভা এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের নিয়ে আলোচনা হয় প্রায় একশ টিরও বেশি প্লান কে অনুমোদন দেওয়া হয় এরই সাথে পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি জরুরি ঘোষণা করা হয় চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে যে সমস্ত বাড়ি কারখানা বা কর্মশািল্যল কর্মপ্লেন্নের ট্যাক্স বকেয়া আছে তারা যদি একত্রিশে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত তাদের বকেয়া ট্যাক্স জমা করেন তাহলে তাদেরকে ২৫ দেওয়া হবে অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে পৌরসভার পক্ষ থেকে আসানসোল পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় ক্যাম্পেস আয়োজন করা হবে এবং তার মাধ্যমে মানুষ তাদের ট্যাক্স জমা করতে পারবেন এবং যদি কেউ চান তাহলে পৌরসভাতে এসে ট্যাক্স বকেয়া জমা করতে পারেন

মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতি ডঃ জ্যোতি শর্মাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ জানুয়ারি ৯ ডঃ জ্যোতি কুমারী শর্মার শ্রেষ্ঠত্ব, নিষ্ঠা, আত্মনার শিক্ষাদান ও গবেষণার মাধ্যমে ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, অযোধ্যা উত্তর প্রদেশের ব্রোত্মগুণ ফাউন্ডেশন ডঃ জ্যোতি কুমারী শর্মাকে ২৬শে জানুয়ারী, ২০২৬ সালের প্রজাতন্ত্র দিনে জাতীয় গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার ২০২৬ দিয়ে সম্মানিত করে, যা জাতীয় গঠন ও ভারতীয় অর্থনীতিতে সোনার তার প্রকৃত চেতনাকে প্রতিকলিত করে।



তৃণমূলের সাথে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা কিষান জাতির

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ জানুয়ারি ৯ মালদা-তৃণমূলের সাথে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা কিষান জাতির। দু লক্ষ ৬৫ হাজার কিসান জাতির বসবাস। এস টি সার্টিফিকেট দেওয়া থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। কিসান জাতিকে শুধুই ব্যবহার করে গেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হার হবে কিসান জাতির জন্য। শাসক দলকে হারাতে ময়দানে কামির বেঁধে লড়াই করবে। মালদাদ ৫ টি বিধানসভা আসন তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানোর জন্য যতদূর যেতে হয় যাবে। বৃধবার মালদা প্রেস কর্ণাীর এক সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন সংগঠনের সম্পাদক আশিশ মন্ডল। এদিন কিসান জাতির নেতারা সরাসরি কিসান জাতির প্রভাব রয়েছে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এক বাক কিসান জাতির নেতারা। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলের তত্তজা।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ জানুয়ারি ৯ এবারে মাধির ছদ্মবেশে নৌকায় ঢেপে জলপথের নজরদারি চালিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল মালদা জেলা পুলিশ। পাকড়াও করে বাড়খ ভেদে এক দুষ্কৃতীকে। তার কাছ থেকে উদ্ধার করল এলায়িক বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। এপ্রসঙ্গে বৃধবার মালদা জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বানার্জি জেলা পুলিশ অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, বিশেষ সূত্রে খবর পেয়েছিলেন বাড়খভ্রম্ থেকে ৩ জন দুষ্কৃতী বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মাদ্যদায় সাল্লাই দিতে আসছে। সেই মতো জেলা পুলিশের, পেশোাল টিম মালদার চর বাবুপুর এলাকায় গঙ্গা নদীপথে নজরদারি চালায়। পুলিশ মাধির বেশে দুষ্কৃতীদের ধরতে জাল পাতে। সেই জালি ধরা পাড়ে বাড়খভেদে এক দুষ্কৃতী। নাম সাধির সেখ, বয়স ২১ বছর। বাড়ি বাড়খ ভেদে সাহেবগঞ্জ জেলার রাধানগর থানা এলাকায়। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় পাঁচটি সেভেন এমএম পিস্তল, পাঁচটি মাগজিন সহ সেভেন এমএম পিস্তলের মোট ২১ রাউন্ড কার্তুজ। এই ‘ঘটনায় সাধির পুলিশের জালে ধরা পড়লেও, তার দুই সঙ্গী জলপথের পুরোঞ্চ নিয়ে পালতে সক্ষম হয়। তাদের। ধরতে তদন্ত শুরু করেছে মালদা জেলা পুলিশ।

ক্ষমতায় এলে সিভিক ভলান্টিয়ারদের স্থায়ী চাকরির প্রতিশ্রুতি

দূরস্তবর্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৯ জানুয়ারি ৯ বামফ্রন্ট রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সিভিক ভলান্টিয়ারদেরে স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করা হবে, মর্যাদা দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, নিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের এক-তৃতীয়াংশে এলাকার মহিলাদের উন্নয়নে লাগানো হবে বলে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের লক্ষীপুর পূর্ব আটপাাড়ার জনসভায় এসে কার্যত সিবিএনের ইশতেহার প্রকাশ করে ফেললেন সিপিএম নেতা শিতরূপ ঘোষ। বাম আলের বিভিন্ন প্রকল্পের নাম বদলে তৃণমূল সরকার চালাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ তোলেন। বামে ক্ষমতায় এসে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মত ‘লক্ষীর ভাভার’ প্রকল্পের টাকা বাড়ানো হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও সংসদে সংহার ঘোরে বিজেপি নোট বাতিল করেছে, লোককে দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য এনআরসি করেছে, আজ এসআইআর করছে। সংখ্যার জোরে এরা কি না করেছে বলে বিজেপি কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। পাশাপাশি তৃণমূলকেও তিনি আক্রমণ করেন এই প্রসঙ্গে। কেন্দ্র ও রাজ্য চাইলে সম কাজে সম মজুরি আহি পাশ করাতে পারত কিন্তু করেনি।

অভিমনেই চরম সিদ্ধান্ত, পূর্বস্থলীতে আত্মঘাতী স্কুলছাত্র

দূরস্তবর্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৯ জানুয়ারি ৯ মায়ের কাছে মোবাইলের আবদার, মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর কিনে দেয়া হবে মোবাইল এমনই জানিয়েছিল ছেলেকে মা, এরপরই মোবাইল কিনে না দেওয়ার মায়ের উপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলো। মৃত ওই ছাত্রের নাম গণেশ চন্দা। বাড়ি পূর্বস্থলীর নরপল্লী এলাকায়। পার্শ্বায়া কুলেকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে পড়ত। আত্মী়া বছর তার মাধ্যমিক। পড়াশোনা ভালো করে করার জন্য এখনই মোবাইল নয়, মাধ্যমিক হলে কিনে দেয়া হবে মোবাইল এমনই জানিয়েছিল মা। আর এরপরই মায়ের উপর অভিমান করে বাড়িতেই গলাকল দুপুরের পর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী ছাত্র। মৃতের দাদা জানান মোবাইল কিনে দেওয়াকে কেন্দ্র করে তত্তজা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৬০ সংখ্যা, গুজুবার, ১৬ মাঘ, ১৪৩২

শহিদ দিবস

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী হিন্দুহুবাদীদের হাতে নিহত হওয়ার পর সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। তখন রাষ্ট্রপতির মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন ঈশ্বর দাস জালান, উপাধ্যক্ষ আশুতোষ মল্লিক। ১৯৪৮সালের ১০ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় এবিষয়ে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করা হলে তরুণ কমিউনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসু আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছিলেন, “সারা দেশের সঙ্গে আমার পাটিও গান্ধীজীর হত্যা়য় শোকাহত। ভারতীয় রাজনীতিতে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে গান্ধীজীর ভূমিকা বিবরণের চেষ্টা আজ আমি করছি না। এই শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ জুড়ে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রবল প্রভাব সর্বজনবিদিত। গত কয়েকসময়ে গান্ধীজী তার অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমরাও এসেছিলাম।” গভীর দুর্দৃষ্টিতে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক হানাহানি আবার একবার পরাধীনতার নয়া সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল আমাদের পায়ে পরিয়ে দেবার পন্থ প্রস্তত করবে। যখন আত্মঘাতী যুদ্ধ আমাদের মন ছেয়ে ফেলেছিল, হাজার হাজার নারী-পুরুষ-শিশুর যন্ত্রণাবিদ্ধ চিক্কারে বাতাস যখন ভারী হয়ে উঠেছিল, এমনকী কংগ্রেসের নামী-দামী নেতারাও যখন আদর্শচ্যুত, এই সর্বজনীন যুগার প্রাণবনের গতিরুদ্ধ করতে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব যখন সর্বাংশে ব্যর্থ, তখন নিজস্ব সহজ-সরল পথে গান্ধীজী নোয়াখালি, কলকাতা, দিল্লি, দেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষের দরজায়-দরজায় তাদের মৌলিক মনুষ্যত্বের দরবারে আবেদন জানিয়ে ফিরেছেন। কংগ্রেসের নেতারা এবং সরকার যখন তাঁকে হত্যাশ কর রেছে, তখন তিনি জীবনের সর্বোত্তম আত্মত্যাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। কি হিন্দু, কি মুসলিম, ভারতে কি পাকিস্তানে, সর্বত্র সাধারণ মানুষ তাঁর ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছিল। এটা নিশ্চিত যে এই মহান কর্তব্য সম্পূর্ণ করার মধ্যেই গান্ধীজী তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন, খুন হয়ে গেলেন সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভার আততায়ীর (নাথুরাম গডসে) নোংরা হাতে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এখানে পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার গান্ধীজীর উপদেশের প্রতি তাদের বিশেষ নির্দেশ রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। শ্রমিক সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এইসব নেতারা ‘অহিংসা’য় বিশ্বাসই করেন না। গান্ধীজী যখন একতার বাণী প্রচার করছিলেন, কংগ্রেস সরকার তখন অহিংসাইউসি-র মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে দুই শিবিরে ভাগ করে ফেলছে। গান্ধীজী যখন সত্যো আত্মাশীল তখন তাঁর শিষ্যের দল, কংগ্রেস নেতারা আর সরকার মিথ্যের ফুলবুরি ছড়াচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন পুলিশ, আরএসএস, হিন্দু মহাসভা এবং অন্যসব সাম্প্রদায়িক দল নয়। শ্রমিকরা, কমিউনিস্ট আর বামদলগুলোই নাকি হিংসার আশ্রয় নিয়ে রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তুলছে। তাঁরা গদগদ প্রত্যাব পাশ করে কিংবা প্রার্থনাসভায় যোগ দিয়ে অথবা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে কখনোই গান্ধীজীর অত্যন্ত প্রিয় সেই কর্তব্য পালন করা যাবে না। রেডিও-তে আর জনসভায় সর্বপ্রকার এই যে প্রচার করা হচ্ছে, ‘পিতা, ভূমি ওদের কক্ষা করো, কেননা ওরা জানে না ওরা কি করছে’; সে তো মিথ্যে কাল্মা। সাম্প্রদায়িকতার অসুয়াপরায়ণ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় আমরা দায়বদ্ধ। আমাদের মধ্যে ভিত্ততার বীজ বপন করেছে জিন্মা যে শক্তি, তার প্রতি ঘৃণায় আমরা দায়বদ্ধ; সাধারণ মানুষকে নিষ্পেষণের চেষ্টা করছে যারা তাদের বিরুদ্ধে সরকারের ভেতরে কিবা বাইরে মানুষের পবিত্র ক্রোধ জাগিয়ে তুলতে আমরা দায়বদ্ধ। তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করবো।”

বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস

পুলিন বিহারী দাস। মাদারিপুর মহকুমার লনসিং গ্রামের শিক্ষিত ও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত দাস পরিবারে ১৮৭৭ সালের ২৮ জানুয়ারি জন্ম নেন পুলিন বিহারী দাস। তার পিতা নব কুমার দাস ছিলেন মাদারিপুর মহকুমার সাব-ডিভিশনাল কোর্টের ডকিল। পরিবারে জন্মিমা থাকলেও পুরুষেরা চাকুরিজীবী ছিলেন;কারও পদ ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কারও মুন্সেফ। এমন এক পরিবারেই জন্ম নেন ভবিষ্যতের এক কিংবদন্তি বিপ্লবী। তিনিচেলবা থেকেই পুলিনের বোঁক ছিল শরীরচর্চা ও লাঠিখেলায় দিকে। ছোট দিক লাঠিয়াল ছিলেন এবং কলকাতায় গিয়ে বিখ্যাত লাঠিয়াল মুর্তীজার কাছ থেকে লাঠিখেলা ও অসি-বিদ্যার বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করেন। ১৮৯৪ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। পরে সেখানেই গবেষণাগারে সরকারী শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন। ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বরে বিপিন চন্দ্র পাল ও প্রথম নাথ মিত্রের সম্মত তার জীবনের গতিপথ পাটে দেয়। প্রমথ নাথের আফানে সাড়া দিয়ে তিনি ঢাকায় অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেন। অক্টোবরে ৮০ জন যুবকে নিয়ে গুরু হওয়া এই সংগঠন তার দক্ষ নেতৃত্বে দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং শীঘ্রই ৫০০-রও বেশি শাখা গড়ে ওঠে। ঢাকায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘ন্যাশানাল স্কুল’, যা আদতে ছিল শশস্ত্র বিপ্লবীদের গোপন প্রশিক্ষণকেন্দ্র। এখানে তরুণদের প্রথমে লাঠি ও কাঠের তরোয়ান, পরে ছোরা, পিস্তল ও রিভলভারের মাধ্যমে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা হতো। ১৯০৭ সালে তিনি ঢাকার তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাসিল অ্যালেনকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। যদিও অ্যালেন অল্পের জন্য রক্ষা পান, তবুও এই ঘটনায় পুলিনবাবুর সাহসী চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরের বছর, ১৯০৮-এ তিনি বরার জিলাদারবাড়িতে দিলের আলোয় এক দুঃসাহসী ডাকাতির নেতৃত্ব দেন। সেই অর্থ ব্যয় হয় অস্ত্র কেনার কাজে। কিন্তু অচিরেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং মটগোমারি কারাগারে নিষ্কপ্ত হন। কারাগারের অমানবিক নির্যাতনও তার অক্ষম বিপ্লবী চেতনা দমন করতে পারেনি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। ধর্মগ্রন্থ সব কিছুই ভরসা মায়ের শক্তির। মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সত শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি।

রামকৃষ্ণ দর্শন



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পূজোর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর দর্শন হয় না। শঙ্কর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। শক্তির সাধনা করতে হবে এবং শক্তিকে সং কাজে ব্যবহার করতে হবে। নাহলে বড় ক্রমশ পুড়ে থাকবে। সং পথ ধরে চলাতে হবে। তবেই ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব। সবাই অহলে ঈশ্বর দর্শন করতে পারেন। তবেই তিনি অমর

বাংলার নবজাগরণে প্রথম পুরুষ রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশেষ প্রতিবেদক
সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ ঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর রচনার অধিকাংশই হল ধর্মবিষয়ক; এবং এই ধর্মবিষয়ক রচনাগুলি আবার মূলতঃ বহুত্বতা এবং উ পদেশঃএই দু’ভাণ্ডে বিভক্ত। এছাড়া দেবেন্দ্রনাথের রচনার অন্য দুটি বিষয় হল পত্রসাহিত্য এবং আত্মজীবনীমূলক সাহিত্য। সূত্রাং



এই তথ্যের ভিত্তিতে সমগ্র দেবেন্দ্র-রচনাবলীকে বিষয়ানুসারে যে ভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে, সেটা নিম্নরূপ: (১) ধর্মসাহিত্য; বহুত্বতা ও উপদেশ (১৮ ৫০-১৮৯৫); ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ (১৮ ৫০); বঙ্গনুবাদসহ ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ, ১ম ও ২য় খণ্ড (১৮৫১); ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০) ; পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে ব্রাহ্মসমাজের বহুত্বতা (১৮৬১); কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বহুত্বতা (১৮৬২); মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ (১৮৬০-৬৭); ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান; ১ম প্রকরণ (১৮৬১) এবং ২য় প্রকরণ (১৮৬২); ব্রাহ্ম বিবাহ-প্রণালী (১৮৬৪); ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১৮৬৪); ব্রাহ্ম ধর্মের অন্তীর্ণ পদ্ধতি (১৮৬৪); ভবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ (১৮৬৫-৬৬); আত্ম তত্ত্ববিদ্যা (১৮৮২); ব্রাহ্মধর্মের পরিশিষ্ট (১৮৮৫); উপহার (১৮৮৭); জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩); পরলোক ও মুক্তি (১৮৯৩)। (২) পত্রাবলী (১৮৫০-১৮৮৭);এগুলি হল প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত দেবেন্দ্র নাথ লিখিত কিছু পত্রের সংকলন। এই সংকলিত পত্রগুলির অধিকাংশই ১৮৫০ থেকে ১৮৮৭ সালের মধ্যে রচিত হয়েছিল। আর প্রায় ১৪৬টি পত্রের এই সংকলনে মহর্ষির নিজের লিখিত পত্রের সংখ্যা হল ১৩৪টি।

প্রকাশিত রচনাগুলি সেযুগের নিরিখে সম্পূর্ণভাবে নতুন ছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেবেন্দ্র নাথই কিন্তু সর্বপ্রথম সাহিত্যগদ্য ধর্মীয় সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তবে বাংলা সাহিত্যের ধর্মমূলক রচনার সূত্রপাত অবশ্য রামমোহন রায়ের হাত দিয়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু রামমোহনের ধর্মবোধ যতটা বুদ্ধিগ্রায্য ছিল, ততটা অনুভব্য ছিল না। বরং তাঁর রচনায় ভাষা ও ধর্মবোধ;এই দুটোই ঋজু, যুক্তিতে গ্রায্য ও মননসমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবোধ মরমী চিন্তাপ্রসূত ছিল, এবং তাঁর রচনায় একজন সাধকের চিন্তগত উপলব্ধির সন্ধান পাওয়া যায়। আর এটাই হল রাম মোহনের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের রচনার মূল পাথক্য। এছাড়া রামমোহন হিন্দু, ইসলাম ও খৃদান;এই তিন ধর্মের কোন ধর্মকেই চরম ধর্ম বলে গ্রহণ করেন নি, বরং তিনি মানে-প্রাণে একজন একেশ্বরবাদী ছিলেন। আর তাঁর ধর্মবোধের মধ্যে বিশ্বানুভূতি; একটি সার্বজনীন সমতাবোধই সর্বোৎপন্না বড় বিষয় ছিল। অতীতে এবিষয়ে ম্যাক্সমুলার মন্তব্য করেন; “There is a quiet courage– simple straightforwardness in all Rammohon Royós acts. Some of his friends have misunderstood him– and claimed him for a Moham- medan– or a Christian. He said himself– just before he set out for Europe– that on his death each sect– the Christian– the Hindu– and the Mohammedan would claim him as their own– but that he be- longed to none of them. His religious sentiments are embodied in a pam- phlet– written and printed in his lifetime– but according to his in- junction– not published till after his death. This work discloses his be- lief in the unity of the Deity– his infinite power– his infinite good- ness– and in the im- mortality of the soul.” SRammohun to Ram krishna– F. Max Mul- ler). সূত্রাং রামমোহনের এই সার্বজনীনবোই তাঁর ধর্মবিশ্বাসের মূলসূত্র ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। এমনকি

মহাত্মা গান্ধিজির দৃষ্টিতে ভারতের নারী সমাজ

শুভেন্দু চ্যাটার্জী

গান্ধীজী মনে করতেন পুরুষ ও নারী একে অপরের সহযোগী কখনোই দাসী নয়। একজনের অস্তিত্বের উপর অন্য একজনের অস্তিত্ব নির্ভর করে। গান্ধীজীর ভাষায় ‘My ideal is this a man should remain man and it should become women— simi- larly women should re- main women and yet be- come men. This means that Man should cultivate the gentleness and dis- crimination of women and women should cast off her timidity and become brave and courages.’ গান্ধীজীর ভাষায়- ‘কোন একজনের অধিকার বা স্বাধীনতা বিদ্রুিত হলে পরিণামে সমুহ ক্ষতি হয়। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যটিকে সামনে রেখেই আমাদের



গান্ধীজীর কথায় ‘of all the evils for which man has made himself respon- sible– non is so degrad- ing– so shocking or so brutal as his abuse of the better half of humanity to me–the female sex–not the weaker sex.’ নারীদের সম্বন্ধে গান্ধীজী মন্তব্য করেছেন ‘ নারীগণ মানব সমাজের বিশিষ্ট অর্ধাংশ। আমার মতে তারা সমাজের দুর্বলতার অংশ নহে। পুরুষদের তুলনায় নারীর প্রকৃতি অধিকতর উদার। কারণ তাহারা আজও আত্মত্যাগ, নীরব সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, বিনাম, বিশ্বাস ও জ্ঞানের প্রতীক। পুরুষ অহংকার

পারে। তিনি বলেন ‘বাল্যবিবাহ বিষয়ে যদি কোন শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞা থাকে, ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে সেগুলির প্রামাণ্যকে উপেক্ষা করতে হবে’ গান্ধীজী নারীদের স্বনির্ভর করতে চেয়েছিলেন যাতে তারা সং পথে সং উপায়ে উপার্জন করে সংসার চালাতে পারে। তিনি চরকা ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন কাজে নারীদের নিযুক্ত করেছিলেন। গান্ধীর স্বরাষ্ট্র সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ নারী জাতির উন্নয়ন এবং সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় কর্মযোগে তাদের ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ। গান্ধীজীর কথায় ‘আমার চর মত হল এই যে ভারতবর্ষের মুক্তি

২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্রের আত্মপরিচয় এবং আত্মসমীক্ষা

ঋব বিকাশ মহিতি

২৬ জানুয়ারিঋ প্রজাতন্ত্রের আত্মপরিচয় ও বর্তমান ভারতের বাস্তবতা। ২৬ জানুয়ারি; শুধু একটি দিন নয়, এটি ভারতের রাষ্ট্রতত্ত্বনা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নাগরিক সম্পর্কের জীবন্ত সাক্ষ্য। এই দিনে ১৯৫০ সালে কার্যকর হয় ভারতের সংবিধান, যা ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে একটি স্থায়ী কাঠামো প্রদান করে। স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষে যখন একটি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তখন প্রশ্ন ছিল ; সেই স্বাধীনতা কি শুধু বৈদেশি শাসনের অবসান, নাকি অন্তর্নিহিত মূল্যে আত্মনির্ভর, ন্যায়িক ও সমান সুযোগের সমাজ? ২৬ জানুয়ারি আমাদের সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেয়। গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র আমেরিকান রাষ্ট্রতত্ত্বজ্ঞানী আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষায়; Government of the people– by the people– for the people– shall not perish from the earth” এই বাক্যটি ইতিহাসের এক চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা;রাষ্ট্র যেন মানুষের জন্য, মানুষের দ্বারা এবং মানুষের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। ভারতও নিজেকে এই মূল্যবোধের ধারায় স্থাপন করেছে। ভারত ছিল সেই বিরল উপনিবেশ, যেখানে স্বাধীনতা অন্দোলন শুধু রাজনীতির নয়, সামাজিক ন্যায়, ভাষা ও সংস্কৃতির যুদ্ধও বলে নিয়েছিল। ভারতের সংবিধান শুধু শাসনের নিয়মপত্র নয়, এটি একটি দৃঢ় বিশ্বাস;মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়, সমতার সুযোগ, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় সহাবস্থানের প্রতিশ্রুতি সমাজতান্ত্রিক ও গণতা ন্ত্রিক ভিত্তি ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আমাদের সনাক্ত করেছিল রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হিসেবে। কিন্তু নতুন প্রজন্মের কথা ভাবতে গিয়ে সংবিধান রচয়িতারা বুঝেছিলেন;রাষ্ট্রের কাঠামো নতুন হলেও সমাজের অবক্ষয় থাকলে প্রজাতন্ত্র অসম্পূর্ণ থাকবে। এজন্য সংবিধান সামাজ্যতান্ত্রিক ধারাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক হতে বোঝায়;শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা, যেখানে দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা-চিকিৎসার সমান সুযোগ, এবং সকল নাগরিকের মর্যাদা রক্ষা করা হয়। সংবিধানের মূল কর্তব্যের ধারায় নাগরিকদের জন্য মৌলিক দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে;মানুষের স্বাধীনতাকে অন্যের স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা, জাতি উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া, আইন মানা এবং দেশের ঐক্য-অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। এই দায়িত্ব যেন নাগরিকের হৃৎপিণ্ডে নাগরিকত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

ছবিতে নায়ক চরিত্রে না থাকলেও ভানু অভিনয়ে দর্শকেরা তাকিয়ে থাকে

শঙ্করলাল কর্মকার

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটে দোষ ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন সাংবাদিক রবি বসুর কাছে। এক, তিনি টাকা ধার দিয়ে ফেরত চাইতে পারতেন না। দুই, নিজের জন্য কিছু চাইতে পারতেন না। আর তিন, তিনি কমেডি ইজ এ সিরিয়াস বিজনেস। সেই সৌমিত্রবাবুর গল্পটা মনে পড়ে। তখন আর্টিস্ট ফোরাম আর শিল্পী সংসদ নিয়ে চরম দোলাচল। ভানু এসেছেন সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে আলোচনায়। গাড়ি তে বসে কথা হচ্ছে। এমনসময় প্রায় ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে এক ফাজিল জিজ্ঞেস করলে, কেমন আছেন ভানুবাবু?। ভানু একটু বিরক্ত। বললেন,আগে যেমন ছিলাম বলে আমার আলোচনা শুরু করলেন। সে থামবার পাত্র নয়।। রস করে বললে আগে কেমন ছিলেন সেটাও ত জানি না। ভানু এবার চার অক্ষরের এক গালি দিয়ে দিছেন? ভদ্রলোক অবাক। আমার বাবা ধান চাষ করতেন কেন? তিনি তো দেহ রেখেছেন অনেকদিন হল। বেশে। তবে বাঁচা গেছেন। জীবিত থাকলে জিগাইতাম মহাশ্বেতা দেবী আপনের কয় বিঘা জমির দাবা ধানে মই দিবে যে আপনের ইন্টালেকচুয়াল পুত্রুর তাতে লইয়া প্যাটাল পাড়তাসে? জন্মের সময় এমন পোলোয় নুন দিয়ে মাইরা ফেলেন নাই কান? আবার এই ভানুই যখন জানতে পারেন এটা চম ভি নতুন কমে ডিয়ান সুন্দীল চক্রবর্তীকে ভাগিয়ে দিয়েছে, বলছে ভানু ছাড়া কারও রেকর্ড করবে না, তখন তিনিই ফোন করে শর্ত রাখেন। সুশীলের রেকর্ড করলেই আমি রেকর্ড করবো। নয়তো গুডবাই। এইচ এম ভি মেনে নিতে বাধ্য হয় তার কথা। আমার দুর্ভাগ্য এখনও আশিতে আসিও না, মাসিমা মালতীপায়া খামু, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্টেন্ট কিংবা ওরা থাকে ওধারের ওদের আর ঢুকতেই দিম

২৬ জানুয়ারির প্রাসঙ্গিকতার তিনটি দৃষ্টান্ত-১) নৈতিক গণতন্ত্র ; শুধু ভোট দেওয়ার অধিকারের বাইরে, জনগণকে নৈতিকভাবে পার স্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মূল্য উপলব্ধি করতে হয়। ২) অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ; সুযোগের সমতা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিহতের ঘাটতিতে পড়িয়ে থাকলে, তা সমগ্র জাতির অমিত্যার। ৩) সাংস্কৃতিক গণতন্ত্র ; ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্ত্য নিয়ে গর্ব করা। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কেবল ধর্মের স্বাধীনতা নয়, বরং সকল ধর্মের প্রতি সমান সম্মান। আজকের ভারত দুই গতির রাজনীতি, দুই গতির সমাজ নিয়ে এগোচ্ছে; উন্নয়ন- তথ্যপ্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, ডিজিটাল ভাষায়; Government of the people– by the people– shall not perish from the earth” এই বাক্যটি ইতিহাসের এক চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা;রাষ্ট্র যেন মানুষের জন্য, মানুষের দ্বারা এবং মানুষের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। ভারতও নিজেকে এই মূল্যবোধের ধারায় স্থাপন করেছে। ভারত ছিল সেই বিরল উপনিবেশ, যেখানে স্বাধীনতা অন্দোলন শুধু রাজনীতির নয়, সামাজিক ন্যায়, ভাষা ও সংস্কৃতির যুদ্ধও বলে নিয়েছিল।

ভারতের সংবিধান শুধু শাসনের নিয়মপত্র নয়, এটি একটি দৃঢ় বিশ্বাস;মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়, সমতার সুযোগ, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় সহাবস্থানের প্রতিশ্রুতি সমাজতান্ত্রিক ও গণতা ন্ত্রিক ভিত্তি ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আমাদের সনাক্ত করেছিল রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হিসেবে। কিন্তু নতুন প্রজন্মের কথা ভাবতে গিয়ে সংবিধান রচয়িতারা বুঝেছিলেন;রাষ্ট্রের কাঠামো নতুন হলেও সমাজের অবক্ষয় থাকলে প্রজাতন্ত্র অসম্পূর্ণ থাকবে। এজন্য সংবিধান সামাজ্যতান্ত্রিক ধারাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক হতে বোঝায়;শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা, যেখানে দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা-চিকিৎসার সমান সুযোগ, এবং সকল নাগরিকের মর্যাদা রক্ষা করা হয়। সংবিধানের মূল কর্তব্যের ধারায় নাগরিকদের জন্য মৌলিক দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে;মানুষের স্বাধীনতাকে অন্যের স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা, জাতি উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া, আইন মানা এবং দেশের ঐক্য-অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। এই দায়িত্ব যেন নাগরিকের হৃৎপিণ্ডে নাগরিকত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

না। কিংবা কমডি স্কিটে ইনি আর গীতা দে-র সেই সব অসামান্য নাটকের বাইরেও যে এক সিরিয়াস ভানু আছে, তা আমরা মানতে নারাজ। কমিডিয়ানদের সমস্যা হয়তো এটাই। কেউ মানেতেই চায় না কমেডি ইজ এ সিরিয়াস বিজনেস। সেই সৌমিত্রবাবুর গল্পটা মনে পড়ে। তখন আর্টিস্ট ফোরাম আর শিল্পী সংসদ নিয়ে চরম দোলাচল। ভানু এসেছেন সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে আলোচনায়। গাড়ি তে বসে কথা হচ্ছে। এমনসময় প্রায় ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে এক ফাজিল জিজ্ঞেস করলে, কেমন আছেন ভানুবাবু?। ভানু একটু বিরক্ত। বললেন,আগে যেমন ছিলাম বলে আমার আলোচনা শুরু করলেন। সে থামবার পাত্র নয়।। রস করে বললে আগে কেমন ছিলেন সেটাও ত জানি না। ভানু এবার চার অক্ষরের এক গালি দিয়ে দিছেন? ভদ্রলোক অবাক। আমার বাবা ধান চাষ করতেন কেন? তিনি তো দেহ রেখেছেন অনেকদিন হল। বেশে। তবে বাঁচা গেছেন। জীবিত থাকলে জিগাইতাম মহাশ্বেতা দেবী আপনের কয় বিঘা জমির দাবা ধানে মই দিবে যে আপনের ইন্টালেকচুয়াল পুত্রুর তাতে লইয়া প্যাটাল পাড়তাসে? জন্মের সময় এমন পোলোয় নুন দিয়ে মাইরা ফেলেন নাই কান? আবার এই ভানুই যখন জানতে পারেন এটা চম ভি নতুন কমে ডিয়ান সুন্দীল চক্রবর্তীকে ভাগিয়ে দিয়েছে, বলছে ভানু ছাড়া কারও রেকর্ড করবে না, তখন তিনিই ফোন করে শর্ত রাখেন। সুশীলের রেকর্ড করলেই আমি রেকর্ড করবো। নয়তো গুডবাই। এইচ এম ভি মেনে নিতে বাধ্য হয় তার কথা। আমার দুর্ভাগ্য এখনও আশিতে আসিও না, মাসিমা মালতীপায়া খামু, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্টেন্ট কিংবা ওরা থাকে ওধারের ওদের আর ঢুকতেই দিম

অফবিট

চমকে দিল চণ্ডিগড়! গাড়ির নম্বর প্লেট নিলামেই ১২০০ কোটি টাকা আয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

গাড়ির নম্বর প্লেট সাধারণত পরিচয় ও নথিভুক্তির মাধ্যম হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু সেই নম্বর প্লেটই যে রাজকোষে হাজার হাজার কোটি টাকা আয়ের বড় উৎস হয়ে উঠতে পারে, তা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। অথচ বাস্তবে সেটাই ঘটেছে চণ্ডিগড়ে। সরকারি নথি ও প্রশাসনিক সূত্র অনুযায়ী, ২০২০ থেকে ২০২৫-এই পাঁচ বছরে চণ্ডিগড়ের রেজিস্টারিং অথরিটি শুধুমাত্র তিআইপি ও বিশেষ নম্বর প্লেট নিলাম করে আয় করেছে ১,২০০ কোটিরও বেশি টাকা। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২০ সালে চণ্ডিগড়ে বিশেষ বা ৩,৩০৮টি। এরপর প্রতি বছরই এই সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ২০২৩ সালে সেই সংখ্যা পৌঁছয় ৯,৫৯৯-এ। অর্থাৎ মাত্র তিন বছরের মধ্যেই বিশেষ নম্বর প্লেটের চাহিদা ধার্য তিনগুণ বেড়ে যায়। কোভিড পরবর্তী সময়ে বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও স্ট্যাটাস সিম্বলের প্রতি মানুষের আগ্রহ যে কটোটা বেড়েছে, এই পরিসংখ্যান তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই বিপুল আয়ের



পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছে তথাকথিত তিআইপি নম্বর বা ফ্যান্সি নম্বর। ০০০১, ০০০৭, ০০০৯, ৭৮৬, ১১১১ কিংবা নিজের নামের আদ্যক্ষর মিলিয়ে তৈরি নম্বর-এই ধরনের প্লেটের জন্য ধনী ও প্রভাবশালী মহলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায়। ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে CH01-DA-0001 নম্বর প্লেটটি নিলামে বিক্রি হয় ৩৬.৪৩ লক্ষ টাকায়, যা

ফলে দুর্নীতি বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে ওঠার সুযোগ কম থাকে। এক আধিকারিকের কথায়, এই ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষও অংশ নিতে পারেন, আবার সরকারও বৈধভাবে বড় অঙ্কের রাজস্ব আদায় করতে পারেছে। সমাজতান্ত্রিকদের মতে, চণ্ডিগড়ের মতো শহরে এই প্রবণতা আরও বেশি চোখে পড়ে। আধুনিক শহর, উচ্চ আয়ের পরিবার, বিলাসবহুল গাড়ির সংখ্যা বেশি-এই

পোস্টে এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর অন্তত ৬৮টির বেশি প্রতিক্রিয়া পড়েছে। কেউ কেউ অবাক হয়ে লিখেছেন, নম্বর প্লেটই যদি এত টাকা ওঠে, তাহলে কর বাড়ানোর দরকারই নেই। আবার কেউ মজার ছলে মন্তব্য করেছেন, গাড়ির দাম কম, নম্বর প্লেটই আসল বিলাস! এই প্রতিক্রিয়াগুলি থেকেই বোঝা যায়, সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি যেমন বিস্ময়ের, তেমনিই কৌতুকেরও। অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, এই ধরনের নিলাম সরকারের জন্য একটি ‘নন-ট্যাক্স রেভিনিউ’ বা কর ছাড়াই আয়ের কার্যকর উৎস। সাধারণ নাগরিকদের উপর বাড়তি করের চাপ না বাড়িয়ে, ধনী শ্রেণির ঐচ্ছিক ব্যয়ের মাধ্যমেই রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। ভবিষ্যতে দেশের অন্য শহর ও রাজ্যও যদি চণ্ডিগড়ের মডেল অনুসরণ করে, তাহলে গাড়ির নম্বর প্লেটই হয়ে উঠতে পারে সরকারের আয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তর। সব মিলিয়ে বলা যায়, চণ্ডিগড়ের গাড়ির নম্বর প্লেট নিলাম শুধু একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, বরং আধুনিক ভারতের ভোগবাদী মানসিকতা, স্ট্যাটাস-চেতনা এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার এক চমকপ্রদ সঙ্গতি। ১,২০০ কোটির এই অঙ্ক নিঃসন্দেহে দেশের পরিবহণ ও রাজস্ব ব্যবস্থায় নতুন আলোচনার দরজা খুলে দিয়েছে।

চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা, কমান্ডো স্ত্রীকে ডায়েল মেরে খুন স্বামীর



সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারিঃ ডায়েল দিয়ে মাথায় আঘাত, অতিরিক্ত রক্তপাতের জেরে হাসপাতালেই মৃত্যু দিল্লি পুলিশের জালিয়া কমান্ডোর। কাঠগড়ায় স্বামী। যা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ইতিমধ্যেই প্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে, হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনা দিল্লির। মৃতের নাম কাজল

চৌধুরি। তিনি পেশায় দিল্লি পুলিশের সোয়াট-এর বিশেষ কমান্ডো পদে ছিলেন। ২০২২ সালে নিজের স্নাতক স্তরের পড়াশোনার সময় অক্সফোর্ডে পরিচয় হয় তার। এরপর বন্ধুত্ব এবং সেই থেকে প্রেমা ঠিক এক বছরের মাথায় ২০২৩ সালে বিয়ে করে তাঁরা। অক্সুর আবার প্রতিরক্ষা দফতরে করণীর কাজ করতেন। কাজলের বাবা ও ভাইয়ের দাবি, গাড়ির ১৫ দিনের মাথায় শুরু হয় মারধর। যৌতুক হিসাবে অক্সুর বাড়ি ও গাড়ি চেয়েছিলেন। কিন্তু কাজলের পরিবার তা দিতে না পারায় স্ত্রীয়ের উপর প্রতিদিন মারধর করতেন তিনি, এমনটাই অভিযোগ। বলে রাখা প্রয়োজন, এই সময়কালে হরিয়ানাতেই থাকতেন কাজল-অক্সুর। তবে বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই সে দিল্লি পুলিশের আধিকারিক পদে চাকরি পেলে তারপর দম্পতি চলে যান রাজধানীতে। পরিবারের অভিযোগ, এই সময়কালেই অভ্যচার আরও বেড়ে যায়। ২২ জানুয়ারি, রাত ১০টা। বিবাদ তুঙ্গে চড়ে কাজল-অক্সরের মধ্যে। প্রসঙ্গ সেই যৌতুক। পরিবারের অভিযোগ, ওই সময়েই কাজলের মাথায় ভাস্কর দিয়ে আঘাত করেন অক্সুর। গোটা ঘর বন্ধে ভেঙ্গে পড়ে যায়। ভতিখুঁটি দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কাজলকে। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ২৭ জানুয়ারি, মঙ্গলবার জীবন-মরগের লড়াইয়ে হেরে যান কাজল। এদিন কাজলের বাবা বিভিন্ন সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, “আমার মেয়ে চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। আজ একটা প্রাণকে শেষ করা হয়নি। বরং দু’টো খুন হয়েছে। অক্সুর নিজের হাতে নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করেছে।” ইতিমধ্যেই পরিবারের তরফ থেকে একটি খবরের মামলা দায়ে করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশের হাতে প্রেফতার হয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী অক্সুর।

‘স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও কি আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি?’ ইউজিসি-র নতুন বিধিতে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারিঃ ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন-এর জারি করা নতুন বিধি ঘিরে দেশজুড়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আবেহে আপাতত সেই নিয়মাবলি কার্যকর করার উপর স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, ওই বিধিগুলির প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে খতিয়ে দেখার কথাও স্পষ্ট করে জানাল শীর্ষ আদালত। ইউজিসি-র বিজ্ঞপ্তি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত প্রশ্ন তোলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও কি আমরা এমন এক সমাজের দিকে এগোচ্ছি, যা জাতিভিত্তিক বিভাজনের পথে ফিরে যাচ্ছে? একটি জাতিহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য আমরা যা অর্জন করেছি, তা কি তবে নষ্ট হয়ে যাবে? উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতিভিত্তিক বৈষম্য রোধে সম্প্রতি ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসির নতুন নির্দেশিকা দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার তমা দিয়েছে। বিশেষ করে সাধারণ বা ভ্রাম্যচারণিত ‘উচ্চবর্ণশ্রেণি’র বিভিন্ন গোষ্ঠী এই নিয়মকে একতরফা ও ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি করছে। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে কার্যকর মামলা দায়ের হয়েছে এই বিধির বিরুদ্ধে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, এমনকী একজন প্রশাসনিক আধিকারিকের পদত্যাগ- সব মিলিয়ে ইউজিসির নতুন ‘ইকুইটি রেশুলেশন’ এখন জাতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের কেন্দ্রে। ইউজিসি ২০২৬ সালের ১৩ জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ‘ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন প্রোমোশন অব ইকুইটি ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস’ রেশুলেশনস,

২০২৬’। এর মাধ্যমে ২০১২ সালের জাতিভিত্তিক বৈষম্য বিরোধী নিয়ম সংশোধন করা হয়। নতুন নিয়মে ‘কার্স্ট-বেসড ডিসক্রিমিনেশন’ বা জাতিভিত্তিক বৈষম্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এমন বৈষম্য হিসেবে, যা শুধুমাত্র তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি) এবং অন্যান্য



অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) সদস্যদের বিরুদ্ধে করা হয়। অর্থাৎ সংজ্ঞার মধ্যেই সাধারণ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকরা কার্যত বাদ পড়ছেন। এই নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈষম্য রোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে হেল্পলাইন চালু করা, মনিটরিং ব্যবস্থা গঠন, নিয়মিত রিপোর্ট ইউজিসির কাছে পাঠানো ইত্যাদি। এই ব্যবস্থার দায়িত্ব সরাসরি প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের উপর চাপানো হয়েছে। উপাচার্য, অধ্যক্ষদের ব্যক্তিগতভাবে নিয়ম মানার নিশ্চয়তা দিতে হবে। যদি কোনও প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশিকা না মানেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ

নেওয়া হতে পারে। যেমন, নতুন কোর্স অনুমোদন বন্ধ করা, ইউজিসির বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া বা এমনকী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রত্যাহার পর্যন্ত করা হতে পারে। এই নতুন নিয়ম এসেছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর। ২০১২ সালের ইউজিসি আন্টি-ডিসক্রিমিনেশন রেশুলেশন কার্যকরভাবে

রূপায়ণ হচ্ছে না- এই অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন রাধিকা ভেম্বলা এবং আবদো সালিস তাদতি। রাধিকা ভেম্বলা হলেন হায়দরাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির গবেষক রোহিত ভেম্বলার মা। আর আবদো তাদতি হলেন মুম্বইয়ের চিকিৎসক পড়ুয়া পায়েল তাদতি’র মা। রোহিত ও পায়েল দু’জনেই জাতিভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই মামলার স্তন্যনিত্যে সুপ্রিম কোর্ট ইউজিসিকে নতুন, শক্তিশালী নিয়ম তৈরির নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মেনেই ইউজিসি ২০২৬ সালের নতুন ইকুইটি

নাম পরিবর্তন আমি Md Murtaz Ali, S/O Lt Md Ismail Sekh, দক্ষিণতরু মাদ্রাসাপাড়া, ওয়ার্ড নম্বর ২, রানসুহাট, বীরভূম ৭৩১২২৪ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার আমার এবং পান কার্ডে Md Murtaz Ali, S/O Md Ismail Sekh নথিভুক্ত রয়েছে। আমার জরুরিপূর্ণ হই মুরদার সাক্ষরিত Murtaz Ali, S/O Md Ismail Sekh নথিভুক্ত রয়েছে। আমার ২২১ ফোন (তথ্য) বিদ্যমানতার তালিকার কার্ডে Md Ali Murtaz, S/O Ismail নথিভুক্ত রয়েছে। ২৩.০১.২০২৬ তারিখ রানসুহাট এগ্নিক্রিডটি মাজিস্ট্রেট কোর্টে এবেডিয়েট বলে ঘোষণা করি Md Murtaz Ali, S/O Md Ismail Sekh Murtaz Ali, S/O Md Ismail Sekh and Md Ali Murtaz, S/O Ismail এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।	CHANGE OF NAME I, HUSEN MAHAMMAD S/O MANIRUDDIN MAHAMMAD(New Name) Residing at Vill. & P.O.- Mantadan, P.S.-Shoror Ali, Dist-Jalpaiguri West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name MANIRUDDIN MAHAMMAD(New Name) instead of MANIRUDDIN MAHA(Old Name), which is wrongly recorded in my Voter Identity Card (No. TJR2114239) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri vide affidavit No. 131 Dated 29-01-2026. MANIRUDDIN MAHA and MANIRUDDIN MAHAMMAD both are same person.
CHANGE OF NAME I, ABDUL HALIM KHAN (old name) S/O MIYA-JADDIN KHAN residing at DAKSHIN JHITKIPOTA PO - JHITKIPOTA PS - KOTWALI DIST - NADIA PIN -741102, WEST BENGAL Do hereby declare that I, have changed my name as ABDUL HALIM KHAN (old name) to HALIM KHAN (new name) and henceforth, I shall be known as HALIM KHAN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 27/01/2026. HALIM KHAN (new name) & ABDUL HALIM KHAN (old name) both name are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, MOON MOON MONDAL W/O SWAPAN MONDAL Residing at L/B-7, Purbasha, Aswini Nagar, Baguiati, Dist-North 24 Parganas-700159, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MUNMUN MONDAL as declared before the First Class Judicial Magistrate at alpur vide affidavit no 2857 Dated 19/01/2015. MOON MOON MONDAL and MUNMUN MONDAL both are same and one identical person.
CHANGE OF NAME I SUDEEP MONDAL S/O SWAPAN MONDAL residing at L/B-7, Purbasha, Aswini Nagar, Baguiati, Dist-North 24 Parganas-700159, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SUDIP MONDAL as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no 16 Dated 29/01/2026. SUDEEP MONDAL and SUDIP MONDAL both are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, Subrata Chakraborty (Old Name) S/O-Ashok Chakraborty residing of Vill & Po-Mahal-darpara, Ps-Nabagram, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742181 do hereby declared that I have changed my name from Subrata Chakraborty to Subrata Chakraborty and henceforth I shall be known as Subrata Chakraborty (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/01/2026. My name Sub-rola Chakraborty & Subrata Chakraborty both are same and one identical person.
CHANGE OF NAME I, ABU MOHAMMED SAYEED (old name) S/O - KHAN MOHAMMAD resding at VILL-CHATAIDUBI PO & PS - LALGOLA DIST - MURSHIDABAD PIN - 742148, West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ABU MOHAMMED SAYEED (old name) to MD ABU SAYEED (new name) and henceforth, I shall be Known as MD ABU SAYEED (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1st CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT CALCUTTA court dated on 27/11/2025. MD ABU SAYEED (new name) & ABU MOHAMMED SAYEED (old name) both name are same and one identical person	CHANGE OF NAME I, SAMIARA BIBI (old name) W/O - KHAN MOHAMMAD BISWAS residing at VILL- CHATAIDUBI PO & PS - LALGOLA DIST - MURSHIDABAD PIN - 742148, West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SAMIARA BIBI (old name) to SAMIYARA BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as SAMIARA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 29/01/2026. SAMIYARA BIBI (new name) & SAMIARA BIBI (old name) both name are same and one identical person.
CHANGE OF NAME I, KHAN MOHAMMAD (old name) S/O - GYASUD-DIN residing at VILL - CHATAIDUBI PO &PS - LALGOLA DIST - MURSHIDABAD PIN -742148, West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from KHAN MOHAMMAD (old name) to KHAN MOHAMMAD BISWAS (new name) and henceforth, I shall be Known as KHAN MOHAMMAD BISWAS (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 29/01/2026. KHAN MOHAMMAD BISWAS (new name) & KHAN MOHAMMAD (old name) both name are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I,ASTA POALI, S/O-UMAPADA POALI, Residing at Vill-& P.O.-Bhandargacha, P.S-Amrita, Dist- Howrah, 711401, W.B, do hereby Solemnly affirm and declare as follows:- That my real name is ASTA POALI, S/O- UMAPADA POALI, That said I ASTA POALI & ASTAPADA POALI S/O-UMAPADA POALI is the same and one identical person.Vide affidavit in the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Howrah, Date-28/01/2026
CHANGE OF NAME I, SANATAN KUNDAL S/O-KARTTIK KUNDAL, Residing at Pirpur, Jaynagar Paschimpara, Ulu-baria, Howrah, 711303,W.B.do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That the actual spelling of my name is SANATAN KUNDAL, That my daughter MOUSUMI POYALI & MOUSUMI POAL is the same and one identical person. That my name SANATAN KUNDAL S/O- KARTTIK KUNDAL, SONATAN GHOSH & SANATAN GHOSH is the same and one identical person.Vide affidavit in the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Howrah, Date-21/01/2026.	CHANGE OF NAME I, Amit Hemram S/o Sukal Hemram Residing at Vill-Mahala, P.O.-Nazipur, P.S-Balughat, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin-733133, West Bengal, do hereby Solemnly affirm & declare my actual name Amit Hemram instead of Amit Hemram and my father's actual name Sukal Hemram instead of Sukal Hemram, which is wrongly recorded in my Voter Card vide No.UNJ2108082 as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Balughat, Dakshin Dinajpur Dated 28-01-2026. Amit Hemram S/o Sukal Hemram and Amit Hemram S/o Sukal Hemram all are same person.
CHANGE OF NAME I, Gaffar Ali, (Old name) S/o-Bashir Sekh, Resident at, Vill-Bahadurpur, Po-Gantla, Ps-Kandi, Murshidabad, 742136 West Bengal, I have changed my name Gaffar Ali to Manaur Sekh (New name). I shall be known as Manaur Sekh vied affidavit before the Notry at Berhampore on 29/01/2026 Gaffar Ali & Manaur Sekh same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, (Old Name) NEYOT SHAIKH S/o- HAMID SEKHI Residing at, Vill - Rukunpur, Post - Rukunpur, Ps- Dhubulia, Dist- Nadia, Pin-741154, West Bengal. Do hearily declare that I have changed my name from NEYOT SHAIKH TO NIYAT ALI SEKHI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NIYAT ALI SEKHI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 January 2026, NIYAT ALI SEKHI and NEYOT SHAIKH both are Same and one identical person.
CHANGE OF NAME I, (Old Name) SIRAJUDDIN BISWAS S/o-AJAT BISWAS Residing at, Vill - Tilakpur, Post - Mahatpur, Ps- Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741164, West Bengal. Do hearily declare that I have Changed my name from SIRAJUDDIN BISWAS TO SIRAJ ALI BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New Name) SIRAJ ALI BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 January 2026, SIRAJ ALI BISWAS and SIRAJUDDIN BISWAS both are Same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, PILIMA BIBI is recorded in my Vidhansava Nirbachak No.2002 Part no 94, Si No- 273, W/O- EJAMUL SK Residing at Vill - Amityta, Post - Benipur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, West Bengal. Shall henceforth be known as (New Name) MUNEHAR BIBI That my name MUNEHAR BIBI and PILIMA BIBI is the same and one identical person. Vide an affidavit sworn before the notary public at Kandi Murshidabad.
CHANGE OF NAME I, Nayajuddin Sk S/O- Late Ahammadi Residing at Vill- Chandnagar, Musلمان para P.O- Mahadia, P.S.-Kandi, Dist- Murshidabad, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Nayajuddin Sk instead of Sekh Naumuddin (Being No.WB/10065/198626), which is wrongly recorded in my son Sonarul Sk's Voter card (Being No.WOB2461591) as declared before the Ld. Notary public at Kandi, Murshidabad Dated 26-01-2026. Sekh Naumuddin S/O- Late Ahammadi and Nayajuddin Sk S/O- Late Ahammadi all are same person.	CHANGE OF NAME I, Kartik Mondal (old name) S/O- Dhiren Mondal residing at Darapur, Darapur, Darapur, Dist-Nadia, Pin-741223 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KARTIK MONDAL to KARTICK MONDAL and henceforth I shall be known as KARTICK MONDAL (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 29/01/2026. KARTIK MONDAL (old name) and KARTICK MONDAL (new name) both are same and one identical person.
CHANGE OF NAME I, Kaimuddin Sk (old name) S/O- Jubbar Sk residing at Hosnabad, Chhatrai, Ranitala, Dist-Murshidabad, Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KAIMUDDIN SK to FAIMUDDIN SK and henceforth I shall be known as FAIMUDDIN SK (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 29/01/2026. KAIMUDDIN SK (old name) and FAIMUDDIN SK (new name) both are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, Habol Sk (old name) S/O- Faimuiddin Sk residing at Hosnabad, Chhatrai, Ranitala, Dist-Murshidabad, Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from HABOL SK to HABIBUR RAHAMAN and henceforth I shall be known as HABIBUR RAHAMAN (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 29/01/2026. HABOL SK (old name) and HABIBUR RAHAMAN (new name) both are same and one identical person.
CHANGE OF NAME I, Abu Rai Han Mandal (Old Name) S/O-Maslem Uddin Mandal resident of Vill-Natali, Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Abu Rai Han Mandal to Abu Raihan Mandal and henceforth I shall be known as Abu Raihan Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 28/01/2026. My name Abu Raihan Mandal & Abu Rai Han Mandal both are same and one identical person	CHANGE OF NAME I, Mohammad Amjad Khan (Old Name) S/o Ali Hussain Residing at 86, Pilkhana 2nd Bye Lane, Po - Howrah, Ps - Go-balardi, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Amzad Khan (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 25-01-2026. Mohammad Amjad Khan (Old Name) and Amzad Khan (New Name) both are same and one identical person.
CHANGE OF NAME I, Samina Parveen (Old Name) W/o Md Mohsin Alam Residing at 5/H/19, Moti-jheel Lane, Ps - Entally, District - Kolkata, Pin - 700015, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Samina Khatoun (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah vide affidavit no 2914 Dated 28-01-2026. Samina Parveen (Old Name) and Samina Khatoun (New Name) both are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, Shampa Nath (Old Name) W/o Subrata Kumar Nath Residing at Tentulita Purbachal Lane No - 9, Rajarhat Gopalpur, District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sampa Nath (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 48 Dated 28-01-2026. Shampa Nath (Old Name) and Sampa Nath (New Name) both are same and one identical person.

মুখে বয়কটের স্লোগান, এদিকে তলে তলে কলস্বোর টিকিট কেটে ফেলেছে পাকিস্তান টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন

প্রকাশ্যে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বয়কটের হুঁশিয়ারি। আর আড়ালে? কলস্বোর বিমানের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে আগেই। টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ঘিরে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অবস্থান নিয়ে এবার জোর চর্চা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিতে পাকিস্তান দলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলস্বোর উদ্দেশ্যে ফ্লাইট বুকিংও সেরে ফেলেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বাংলাদেশকে সমর্থন জানিয়ে বিশ্বকাপ বয়কটের সম্ভাবনার কথা তুলেলেভিত পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকিট। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারত থেকে ভেন্যু সরানোর বাংলাদেশের আবেদন নাকচ হয়ে যাওয়ার পরেই এই অবস্থান নেয় পাকিস্তান। কিন্তু টেলিকম এশিয়া স্পোর্টসের রিপোর্ট মোতাবেক, বাস্তবে সেই পথে হাটা হচ্ছে না। বরং, অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গেই কলস্বো উড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সলমন আলি আগার নেতৃত্বাধীন দল। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে ‘বৈঠকে বিষয়টি ওঠে। প্রধানমন্ত্রী নীতিগত ভাবে বাংলাদেশের পাশে থাকার কথা



বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেন- বিশ্বকাপ বয়কট করলে আর্থিক ক্ষতি বিপুল। সেই ঝুঁকি নিতে সরকার অপারগ। এছাড়া প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি, সেনাবাহিনীর শীর্ষ মহল এবং প্রাক্তন পিসিবি চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি ও রমিজ রাজা-সবার মত একঃ পাকিস্তানের বিশ্বকাপে খেলা উচিত। ভারতের বিরুদ্ধে গ্রুপ ম্যাচ বয়কটের ভাবনাতেও কার্যত জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। যদিও পিসিবির তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি, তবে জানুয়ারি ৬০ বা ফেব্রুয়ারি ২ তারিখের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসতে পারে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ শুরু করতে চলেছে পাকিস্তান, আর সেই সঙ্গে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিও চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ এসেছে। সব মিলিয়ে ছবিটা স্পষ্ট-বয়কটের স্লোগান যতই জোরালো হোক, বাস্তবে টি-২০ বিশ্বকাপে মাঠে নামার পথেই হাটছে পাকিস্তান।

সঞ্জু স্যামসনের বদলে ইশান কিষানকে খেলানো হোক

পঞ্চম টি২০-র আগে সূর্যকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পার্থিবের

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারিঃ ভারত ও নিউ জিল্যান্ডের মধ্যে পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের আগে সঞ্জু স্যামসনের ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার পার্থিব প্যাটেল। তার মতে, চলতি সিরিজে কেরালার এই ওপেনার পুরোপুরি ছন্দ হারিয়েছেন, তাই তাকে শেষ ম্যাচে দলে না রাখাই ভালো। চারটি ম্যাচে সঞ্জুর রান যথাক্রমে ১০, ৬, ০ ও ২৪- যা তাঁর ধারাবাহিক ব্যর্থতাকেই তুলে ধরছে। ব্যাট হাতে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় দলের জয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম নিতিনি তিনি। পার্থিব প্যাটেলের দাবি, সিরিজের শেষ ম্যাচে সঞ্জুর বদলে ঈশান কিষানকে সুযোগ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাঁর যুক্তি, ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ঈশানকে আরও ম্যাচ খেলার সুযোগ দেওয়া দরকার, কারণ বিশ্বকাপে তিনিই ভারতের প্রধান উইকেটকিপার হতে পারেন। জিও হটস্টারে কথা বলতে গিয়ে



উইকেটকিপার-ব্যাটার দীর্ঘ দু’বছর পর আবার টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন। সম্প্রতি তার নেতৃত্বে প্রথম বায়ের মতো সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি জেতে ঝাড়খণ্ড। ইশান

পার্থিব বলেন, পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে ঈশান কিষানকে খেলানো যুক্তিসঙ্গত হবে। ঝাড়খণ্ডের এই

নিজেও ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেন। আর সেই পারফরম্যান্সের জোরেই তিনি

যদি ভারতীয় দলের নির্বাচক বা টিম ম্যানেজমেন্টের অংশ হতাম, তা হলে শেষ ম্যাচে সঞ্জু স্যামসনের বদলে ঈশান কিষানকেই খেলাতাম। সঞ্জুকে বসিয়ে ঈশানকে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে নিতাম। কারণ, যদি বিশ্বকাপে ঈশানই আমার প্রধান উইকেটকিপার হয়, তা হলে এখন থেকেই ওকে সুযোগ দেওয়া উচিত। পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচেও আমি ঈশানকেই খেলাতাম।” তিনি আরও যোগ করেন, বিশ্বকাপের আগে তিলক বর্মা পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠবেন বলেই আশা করা হচ্ছে। রিপোর্টেও নাকি সেটিই বলা হচ্ছে। তিলক যদি ফিট থাকেন, তা হলে দলে তার জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত যদি নিতেই হয়, তা হলে দেরি না করে এখনই নেওয়া ভালো। তাই শেষ ম্যাচে সঞ্জুর বদলে ঈশান কিষানকেই খেলানো উচিত বলে মনে করেন পার্থিব প্যাটেল।

গোল উৎসব করে শেষ ষোলোয় লিভারপুল



সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ২৯ জানুয়ারিঃ অ্যানাল্ডে বুধবার রাতে ৬-০ গোলে জিতে সরাসরি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বে উঠল লিভারপুল। জোড়া গোল করেন আলেক্সিস মাক আলিস্তের। একবার করে জালের দেখা পান মোহাম্মেদ সালাহ, ফ্রেইয়ান ভিয়েস, উগো একিটিকে ও ফেদেরিকো চিয়েসা। আসরে টানা তৃতীয় জয়ে প্লে-অফ এডাল লিভারপুল। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে

তৃতীয় স্থানে থেকে শেষ ষোলোয় উঠল স্টের দল। প্রিমিয়ার লিগে ব্যর্থতার বৃত্তে বন্দি লিভারপুল ইউরোপ সেরার মঞ্চে মাঠে নেমেই যেন নিজেকে ধরে পেল। শুরুর দিকে ছয় মিনিটে দুবার জালে বল পাঠিয়ে ম্যানচেস্টার নিয়ন্ত্রণ নেয় তারা। প্রথমার্ধে বল দখলে একটি পিছিয়ে থাকলেও, আক্রমণে গোলা ম্যাচেই একচেটিয়া আধিপত্য করে দলটি। পঞ্চদশ মিনিটে কাল্ক্ষিত পুলা পেয়ে যায় তারা। জর্জিন ফন ডাইকের কর্নারে হেডে গোলটি করেন মাক আলিস্তের। ২১তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভিয়েস। একটিকের পাস ধরে একটি এগিয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে গোলটি করেন জার্নান রিডফিল্ডার। লিভারপুলের জর্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এটিই তার প্রথম গোল। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে সালাহর দারুণ গোলে জয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় ইংলিশ চ্যাম্পিয়নদের। ডি-বক্সের বাইরে থেকে ফ্রি কিকে দূরের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান মিশরের ফরোয়ার্ড। প্রায় তিন মাসের মধ্যে প্রথম গোলের দেখা পেলেন সালাহ। আগের গোলটি করেছিলেন গত ১ নভেম্বরে, অ্যান্টন ভিলার বিপক্ষে। কিছুক্ষণ পর চার মিনিটের মধ্যে আরও দুবার জালে বল পাঠায় লিভারপুল। ৫৭তম মিনিটে ফন ডাইকের ঊঁচু করে বাড়ানো গ্রু বল মাঝমাঠে এসে, অনেকটা এগিয়ে ডি-বক্সের ঠিক বাইরে থেকে শটে ব্যবধান আরও বাড়ান একিটিকে। আর খুব কাছ থেকে স্কোরলাইন ৫-০ করান মাক আলিস্তের। কোডি হাকপোর বদলি নামা চিয়েসা নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান।

ড্র করে প্লে-অফে পিএসজি ও নিউক্যাসল



সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ২৯ জানুয়ারিঃ প্যারিস বুধবার রাতে প্রথম পর্বের শেষ রাউন্ডের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ভিভিতিয়া শিরোপাধারী পিএসজিকে এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন জো উইলক। আট ম্যাচে চার জয় ও দুই ড্রয়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে আছে পিএসজি। সমান পয়েন্ট নিয়ে তাদের পরেই নিউক্যাসল। জিতলে শীর্ষ আটে থেকে সরাসরি শেষ ষোলোর টিকেট- দুই দলের সামনেই ছিল একই সমীকরণ। প্রথম মিনিটে নিউক্যাসলের বক্সে তাদের মিডফিল্ডার লুইস মাইলির হাতে বল লাগলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। কিন্তু স্পট-কিকে ব্যর্থ হন উসমান দেম্বেলে, গত বছরের ব্যালন ডি’র ও ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলারের শট বাঁপিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক নিক পোপ। গোলের দেখা পেতে অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়নি পিএসজিকে। অষ্টম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল নিচু শটে দলকে এগিয়ে নেন ভিভিতিয়া। একাদশ মিনিটে ব্যবধান বাতো পারতা বা দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে দেম্বেলের শট ঠেকান পোপ। ২২তম মিনিটে একটি ধাক্কা খায় পিএসজি। চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন জর্জিয়ার ফরোয়ার্ড খাভিচা কাভারাসখেলিয়া। তার বদলি নামেন দিজেই দিয়ে। নিউক্যাসল পরিস্কার কোনো সুযোগই তৈরি করতে পারছিল না। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে লক্ষ্যে নিজেকে প্রথম প্রচেষ্টায় সমতা টানেন তারা। মাঝমাঠ থেকে প্রতিপক্ষের ফ্রি-কিক বক্সে ক্রিয়ার করতে পারেনি পিএসজি খেলোয়াড়রা। হেডে বল জালে পাঠান জো উইলক। ৬৭তম মিনিটে আবার এগিয়ে যাওয়ার ভালো একটি সুযোগ হাতছাড়া করেন দেম্বেলে। কাছ থেকে বল মারেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। বাকি সময়ে দুই দলই একাধিক সুযোগ পায় কিন্তু স্কোরলাইনে আর পরিবর্তন আসেনি।

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ২৯ জানুয়ারিঃ ঘরের মাঠে বুধবার রাতে ২-০ গোলে জিতেছে সিটি। অ্যালিং হলান্ড দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান হায়ান শেহকি। ৫০ শতাংশের একটি বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১০টি শট নেয় সিটি। এর পাঁচটি ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে দ্বিতীয়ার্ধে বেশ উন্নতি করা গালাতাসারাই চার শটের চারটিই লক্ষ্যে রাখে। ৮ ম্যাচে ৫ জয় ও ১ ড্রয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে আটে থেকে প্রাথমিক পর্ব শেষ করেছে সিটি। ১০ পয়েন্ট নিয়ে শেষ ষোলোর প্লে-অফে ইলা নিশ্চিত করেছে

হলান্ড-শেহকির গোলে সেরা আটে ম্যানচেস্টার সিটি

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ২৯ জানুয়ারিঃ ঘরের মাঠে বুধবার রাতে ২-০ গোলে জিতেছে সিটি। অ্যালিং হলান্ড দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান হায়ান শেহকি। ৫০ শতাংশের একটি বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১০টি শট নেয় সিটি। এর পাঁচটি ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে দ্বিতীয়ার্ধে বেশ উন্নতি করা গালাতাসারাই চার শটের চারটিই লক্ষ্যে রাখে। ৮ ম্যাচে ৫ জয় ও ১ ড্রয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে আটে থেকে প্রাথমিক পর্ব শেষ করেছে সিটি। ১০ পয়েন্ট নিয়ে শেষ ষোলোর প্লে-অফে ইলা নিশ্চিত করেছে



গালাতাসারাই। তৃতীয় মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় সিটি। রায়ান আইভ-নুরির ক্রসে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি হলান্ড। গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি তারকা স্ট্রাইকারকে। জেরেমি ডোকুর বাড়ানো বলে বাম পায়ের শটে জাল খুঁজে নেন হলান্ড। ২৯তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন শেহকি। এই গোলেও দারুণ অবদান ডোকুর। তার বাড়ানো বল থেকেই ঠিকানা খুঁজে নেন শেহকি। আট মিনিট পর বড় এক ধাক্কা খায় সিটি। চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন ডোকু। তার জায়গায় আসেন ফিল ফোডেন। ৪৫তম মিনিটে অনেক উপর দিয়ে শট নিয়ে সুযোগ নষ্ট করেন তিনি। প্রথমার্ধে তেমন একটা লড়াই করতে না পারা গালাতাসারাই বিরতি পর ধার বাড়ায় আক্রমণে। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি তারা। ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ পায় সিটি কিন্তু তারাও আর জালের দেখা পায়নি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা আটে বার্সা

শুরুতেই গোল হজম করে বেশ চাপে পড়ে যাওয়া বার্সেলোনা ঘুরে দাঁড়াল দ্বিতীয়ার্ধে। আক্রমণের জোয়ারে এফসি কোপেনহেগেনকে একরকম ভাসিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা আটে।

সংবাদ সংস্থা, কাম্প ন্যুও, ২৯ জানুয়ারিঃ ঘরের মাঠে বুধবার রাতে ৪-১ গোলে জিতেছে হালি ফ্রিকের দল। রবার্ট লেভানডফস্কি, লামিনে ইয়ামাল, রাফিনিয়া ও মার্কাস র্যাশফোর্ড পেয়েছেন জালের দেখা। আট ম্যাচে পাঁচ জয় ও এক ড্রয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে থেকে প্রাথমিক পর্ব শেষ করেছে বার্সেলোনা। ৭৬ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৮টি শট নেয় ফ্রিকের দল, এর ১৬টি ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে কোপেনহেগেনের ৬ শটের কেবল একটিই ছিল লক্ষ্যে। ৩১ নম্বরে থেকে আসর থেকে বিদায় নিল দলটি। চতুর্থ মিনিটে এগিয়ে যায় কোপেনহেগেন। মোহাম্মেদ



এলইউনিসির বাড়ানো বল ধরে, বার্সেলোনার অফসাইডের ফাঁদ ভেঙে এগিয়ে যান ডিভ্তর দাদসন। এগিয়ে এসেও শেষরক্ষা করতে পারেননি হোয়ান গার্সিয়া। চমৎকার ফিনিশিংয়ে কাম্প ন্যুওকে স্তব্ধ করে দেন ১৭ বছর বয়সী দাদসন। একাদশ মিনিটে সমতা প্রায় ফিরিয়েই ফেলেছিলেন লেভানডফস্কি। তার শট চিকঠাক ফেরাতে পারেননি কোপেনহেগেন। গোলরক্ষক দমিনিক কোভার্স্কি। গোললাইন থেকে হেডে কর্নারের বিনিময়ে বিপদমুক্ত করেন তার এক সতীর্থ। কয়েক সেকেন্ড পর এরিক গার্সিয়ার শট কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান কোভার্স্কি। পরের মিনিটে দানি ওলমোর শট কোনোমতে পা দিয়ে ঠেকান সফরকারী গোলরক্ষক। একের পর এক আক্রমণে কোপেনহেগেনকে চেপে ধরে বার্সেলোনা। ৩৪তম মিনিটে গোল প্রায় পেয়েই যাছিলেন এরিক গার্সিয়া। তার গতিময় শট ক্রসবায়ের নিচের দিকে লেগে, পোস্ট ছুঁয়ে ফেরে! তিন মিনিট পর ডাবল সেডে ব্যবধান ধরে রাখেন কোভার্স্কি। লেভানডফস্কিকে বলের নাগাল

মিনিট পর বিপজ্জনক জায়গায় বল পেয়ে ফের্নান লোপেস শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। নষ্ট হয় বার্সেলোনার আরেকটি ভালো সুযোগ। কোপেনহেগেনকে প্রবল চাপে রাখা বার্সেলোনা এগিয়ে যায় ৬০তম মিনিটে। ইয়ামালের শট সফরকারী দলের একজনের হাটুতে লেগে একটি উপরে উঠে গিয়ে জড়ায় জালে, কিছুই করার ছিল না গোলরক্ষকের। ৯ মিনিট পর সফল স্পট কিকে ব্যবধান বাড়ান রাফিনিয়া। ডি বক্সে লেভানডফস্কিকে প্রতিপক্ষের জুননুসোকে সুজুকি ফাউল করায় পেনাল্টি পায় বার্সেলোনা। ৮৫তম মিনিটে চমৎকার ফ্রি কিকে ব্যবধান আরও বাড়ান র্যাশফোর্ড। তাকেই ফাউল করায় বিপজ্জনক জায়গায় ফ্রি কিক পেয়েছিল আয়োজকরা। চার মিনিট পর বার্সেলোনার জালে বল পাঠান গার্সিয়েল পেরেইরা। ডিএআর মনিটরে দেখে অফসাইডের জন্য গোল দেননি রেফারি। যোগ করা সময়ে ব্যবধান বাড়ানোর তিনটি সুযোগ হাতছাড়া করে বার্সেলোনা। তবে সেরা আটে থাকার আনন্দ নিয়েই মাঠ ছাড়ে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা।

গোলরক্ষকের গোলে বেনফিকার বাজিমাত প্লে-অফে নেমে গেল রিয়াল মাদ্রিদ

নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করলেই লক্ষ্য পূরণ হতো রিয়াল মাদ্রিদের। কিন্তু সেটাই পারল না তারা। বেনফিকার আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে এলোমেলো হয় পডল আলভারো আরবেলোয়ার দল। হেরে গিয়ে সরাসরি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বে ওঠার সুযোগও হারাল তারা।

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ২৯ জানুয়ারিঃ লিসবনে বুধবার রাতে প্রাথমিক পর্বের শেষ রাউন্ডে টুর্নামেন্টের রেকর্ড চ্যাম্পিয়নদের ৪-২ গোলে হারিয়ে দিলেই জোসে মরিনিয়োর দল। ১২ বছর আগে এই মাঠেই স্বপ্নের ‘লা দেসিমা’ (চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দশম ট্রফি) জয় করেছিল রিয়াল। সেখানেই এবার বিব্রতকর হারের স্বাদ পেল তারা। আর এই পরাজয়ে লিগ টেবিলে সেরা আটের বাইরেও চলে গেল দলটি। শেষ ষোলোয় খেলতে এখন তাদের খেলতে হবে প্লে-অফ। গতবারও প্লে-অফ খেলেছি তারা। মাঠে প্রায় পুরোটা সময়ই দ্বিতীয় সেরা দল হয়ে থাকা রিয়ালের দুজন যোগ করা সময়ে লাল কার্ড দেখেন রাউল আসেলিও ও রদ্রিগো। বল দখলে অনেকটাই পিছিয়ে থাকা বেনফিকা আক্রমণে আধিপত্য করে দারুণভাবে। তাদের ২২ শটের ১২টি ছিল লক্ষ্যে। আর রিয়াল ১৬ শট নিয়ে হয়টি লক্ষ্যে রাখতে পারে। তৃতীয় পরাজয়ের পর ১৫ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে নেমে গেছে রিয়াল। অন্যদিকে ম্যাচের সবচেয়ে আকর্ষণীয় গল্পটা যেন লিখলেন বেনফিকার গোলকিপার আনাতোলি ক্রবিনা। শেষ মুহূর্তে তার সফল হেডেই ব্যবধান বড় করে ২৪তম স্থানে জায়গা করে নিল পর্তুগিজ ক্লাবটি। আট ম্যাচে তিন জয়ে তাদের পয়েন্ট ৯। তাদের নিচের আরও তিনটি দলের পয়েন্টও সমান ৯ করে কিন্তু গোল ব্যবধানে এগিয়ে বেনফিকা। প্রথমার্ধে একদমই নিজেদের মতো করে খেলতে পারেনি রিয়াল। সেই সুযোগে শুরু থেকেই তাদের রক্ষণে বারবার ভীতি ছড়ায় বেনফিকা। ত্রয়োদশ মিনিটে ডি-বক্সে গোলরক্ষককে একা পেয়ে যান স্বাগতিক ফরোয়ার্ড ভানজেলিস পাভলিদিস কিন্তু সতীর্থের পাস ঠিকমতো

ধরতেই পারেননি তিনি। পরের মিনিটে আবার রিয়ালের ডি-বক্সে ঢুকে পড়ে বেনফিকা। দলটির তরুণ ফরোয়ার্ড জানলুকা প্রেসতিয়ামি প্রতিপক্ষের ট্যাকলে পড়ে গেলে পেনাল্টির আবেদনও ওঠে তবে ভিএআর মনিটরে দেখে সাড়া দেননি রেফারি। থিবো কোতোয়ার অসাধারণ এক সেত ২১তম মিনিটে বাঁচিয়ে দেয় রিয়ালকে। ডি-বক্সের বাইরে থেকে

নেন এমবাপো লক্ষ্যে এটিই ছিল তাদের প্রথম প্রচেষ্টা। এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ যদিও স্থায়ী হয়নি তাদের। গোল হজমের ছয় মিনিট পরই সমতা টানেন বেনফিকা। ডান দিক থেকে সতীর্থের ক্রস ফাঁকায় পেয়ে জোরাল হেডে গোলটি করেন নরওয়ের তরুণ ফরোয়ার্ড অস্ট্রোয়াস শেলদ্রোপ। বেনফিকার আক্রমণের ঝড় চলতেই থাকে আর পোস্টে ব্যস্ত সময়

দলকে এগিয়ে নেন গ্রিক ফরোয়ার্ড পাভলিদিস। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও একইভাবে ভুগতে দেখা যায় রিয়ালকে এবং ৫৪তম মিনিটে আরও পিছিয়ে পড়ে তারা। ডি-বক্সে একজনকে কাটিয়ে কাছের পোস্ট ঘেঁষে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন শেলদ্রোপ। এই দফায় অবশ্য পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেনি রিয়াল। ডান দিক থেকে গিলেরের পাস ডি-বক্সে ফাঁকায় পেয়ে নিচু শটে ব্যবধান কমান এমবাপো। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই নিয়ে টানা তিন ম্যাচে জোড়া গোল করলেন ফরাসি তারকা। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতা এমবাপের গোল হলো ১৩টি। চলতি মরসুমে সব মিলিয়ে তার গোল সংখ্যা ৬৬টি, ২৯ ম্যাচে। মাস্তানাভুয়ানোর বদলি নামা রদ্রিগোর ৭৮তম মিনিটের শট বাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন বেনফিকা গোলরক্ষক। নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট বাকি থাকতে গোলমুখে এমবাপের প্রচেষ্টাও আটকে দেন গোলরক্ষক। রিয়ালের আক্রমণে কিছুটা ধার বাড়লেও কাজের কাজ আর কিছুই করতে পারেনি তারা। উন্টেটা ওই মেশ দিকে দুই লাল কার্ডের ঘটনায় আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ে তারা। আর সেই সুযোগটাই দারুণভাবে কাজে লাগায় বেনফিকা। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে এদিন শুধু জিতলেই হতো না তাদের, অন্য ফল পক্ষে আসতে হতো। সেই কাজটা করতে শেষ সময়ে আরেকটা গোলের খুব প্রয়োজন ছিল দলটির। অন্তিম সময়ে ফ্রি কিক পেলে নিজের পোস্ট হেডে আক্রমণে উঠে আসেন ইউক্রেইনের গোলকিপার ব্রবিন, উড়ে আসা বল পেয়েও যান তিনি এবং ঠাণ্ডা মাথায় নিখুঁত হেডে দল ও সমর্থকদের উৎসবের উপলক্ষ এনে দেন ক্রবিন।

কাটে কোতোয়ার। ৬৯তম মিনিটে আরেকটি আক্রমণ রুখতে তিনি বাঁ দিকে সরে যান, সেই সময় আরেকদিকে বল পেয়ে শট নেন ক্রেনদরিক, পা বাড়িয়ে ঠেকিয়ে রিয়ালকে সমতায় রাখেন ডালভের্দে। পরের মিনিটেই কর্নারে লেয়াব্রো বারেইরোর হেড পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে পোস্ট থেকে হাফ ছাড়ে কোতোয়া ও তার সতীর্থরা। বিরতির আগের যোগ করা সময়ে ডি-বক্সে নিকোলাস ওতামেন্ডিকে রিয়ালের অহেলিয়া চুয়ামেনি ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় বেনফিকা। এবং প্রায় সোজাচুড়ি স্পট কিকে



জোরাল শট নেন প্রেসতিয়ামি, বাঁপিয়ে কোনোমতে বলে হাত ছোঁয়ান বেলজিয়ান গোলরক্ষক, বল ক্রসবরে পেয়ে গেলোই যায়। একের পর এক আক্রমণ শাণাতে থাকে বেনফিকা। ঘর সামলাতে ব্যস্ত সময় কাটছিল সফরকারীদের। এর মাঝে পাল্টা আক্রমণে ২৬তম মিনিটে দূর থেকে স্টেটা করেন আর্দা গিলের, বল পোস্টের একটু দূর দিয়ে বাইরে যায়। এরপরই গোল পেয়ে যায় টুর্নামেন্টের ১৫ বায়ের চ্যাম্পিয়নরা। ৩০তম মিনিটে রাউল আসেলিওর ক্রসে সফল হেডে দলকে এগিয়ে